পিকেএসএফ
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৫

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

প্রধান সম্পাদক
মোঃ ফজলুল কাদের

উপদেষ্টা সম্পাদক
মুহম্মদ হাসান খালেদ
মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল

সম্পাদক
ড. এ কে এম নুরুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
সুহাস শংকর চৌধুরী

কনটেন্ট প্রণয়ন
মামুন উর রশিদ
মোঃ আরিফুল হক
মোঃ ফজলে হোসাইন
ফারহানা ফেরদৌস
সাবরীনা সুলতানা

ছবি
সবুজ চন্দ্র হাওলাদার
রাকিব মাহমুদ
মোঃ ফয়জুল তারিক চৌধুরী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল ইংরেজি সংস্করণ থেকে সুহাস শংকর চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০২৬
প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও অলংকরণ : রফিকুল ইসলাম বাবু। মুদ্রণ : নেটপার্ক

কপিরাইট © ২০২৬ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সূচি

০৪ পিকেএসএফ পরিচিতি, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য

০৫ বাণী : চেয়ারম্যান

০৬ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা : ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ

০৮ পরিচালনা পর্ষদ

০৯ সাধারণ পর্ষদ সদস্য

১১ পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি

১২ এক ঝলকে : ২০২৫ সালে পিকেএসএফ

আমাদের কার্যক্রম

১৬ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন
অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

১৮ ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন
প্রবৃদ্ধি, সাম্য নিশ্চিতের প্রত্যয়

২০ মানব মূলধন
শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন

২২ কৃষি উন্নয়ন
উৎপাদনশীল, স্থিতিশীল গ্রামীণ উন্নয়ন

২৪ ঘাতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি
সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সুরক্ষা

২৬ জলবায়ু কার্যক্রম
জীবন, জীবিকা, বাস্তুসংস্থানের সুরক্ষা

২৮ অতিদারিদ্র্য নিরসন
সহনশীলতা ও সৃজনশীলতায় সংকট মোকাবিলা

৩০ ডিজিটাল রূপান্তর
সদস্যদের সক্ষমতার বিকাশ

৩৩ কৌশলগত সহযোগিতা
বৃহত্তর প্রভাবের জন্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা

৩৪ জ্ঞান, যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি
তথ্য-প্রমাণ ও সক্রিয় সম্পৃক্ততায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

৩৭ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

৪৯ চলমান প্রকল্প

৫৭ সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ

৬৮ সহযোগী সংস্থা

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউন্ডেশন

পিকেএসএফ

কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত কয়েক দশকে দেশের শীর্ষ উন্নয়ন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। টেকসই অর্থায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নে অনুঘটক হিসেবে অব্যাহতভাবে কাজ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। নিরন্তর উদ্ভাবন, বাজার শক্তিশালীকরণ এবং নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টিই পিকেএসএফ-এর মূল লক্ষ্য। পিকেএসএফ একটি ‘প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে গত কয়েক দশকে দেশজুড়ে দুই শতাধিক ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠন এবং সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। শোভন কর্মসংস্থান, ঝুঁকি নিরসন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি – এ তিন মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পিকেএসএফ বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, ঘাতসহিষ্ণু ও সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প

একটি সমৃদ্ধ, ঘাতসহিষ্ণু ও সাম্যভিত্তিক বাংলাদেশ

অভিলক্ষ্য

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিকাশের মাধ্যমে স্বল্পআয়ের মানুষদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সেবা, ঝুঁকি প্রশমন ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান এবং শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাণী

চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

পৃথিবী প্রতিনিয়ত গভীর, সুদূরপ্রসারী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতগতির প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, পরিবর্তনশীল জনমিতিক ধারা এবং ভূরাজনৈতিক ও পরিবেশগত বাস্তবতার বিবর্তন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় নিয়ত রূপান্তর ঘটাচ্ছে। পরিবর্তনশীল এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশও এক ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; গন্তব্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন।

গত ৩৫ বছর ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে দৃঢ় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ স্বল্পআয়ের পরিবারকে নানাবিধ সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে পিকেএসএফ। আমাদের কর্মপদ্ধতির মূলভিত্তি একটি দৃঢ় বিশ্বাসে প্রোথিত : যারা অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, তারাই নিজেদের সমস্যার সমাধান বের করার জ্ঞান ও সক্ষমতা রাখেন। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা হলো এ জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা রাখা, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রত্যেক পরিবারের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের সুযোগ ও সক্ষমতা অর্জনের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ এমন একটি উন্নয়নব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আস্থা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছ তহবিল পরিচালনার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। আমাদের কর্মপ্রক্রিয়া এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে উপযুক্ত স্থানে প্রযোজ্য সেবা সর্বাধিক দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছে যায়। স্থানীয় জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার এ সমন্বয়ের ফলেই পিকেএসএফ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই ঈর্ষণীয় সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে।

দেশের সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকে সাড়ে তিন দশক পূর্তির এ মহালগ্নে পিকেএসএফ প্রবেশ করেছে প্রবৃদ্ধি ও রূপান্তরের এক নতুন দিগন্তে। পিকেএসএফ-এর আগামী দিনের যাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করতে সম্প্রতি প্রণীত হয়েছে 'কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০'। এ কৌশলগত পরিকল্পনা তিনটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয় :

- স্বল্পআয়ের পরিবারসমূহের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণ,
- আয় ও সম্পদ ক্ষয়রোধে ঘাতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি, এবং
- সকল স্তরে প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সক্ষমতা জোরদারকরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছর ছিল অগ্রগতির চলমান ধারা অব্যাহত রাখা এবং আগামীর প্রস্তুতি - এ দুইয়ের সংমিশ্রণে অতিবাহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, কার্যক্রম আধুনিকায়ন এবং অংশীদারত্ব শক্তিশালীকরণে মনোনিবেশ করা হয়। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের পরিসর ব্যাপকভাবে বিস্তৃত – অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন থেকে শুরু করে জলবায়ু সহনশীলতা, মানবসক্ষমতা উন্নয়ন ও ডিজিটাল রূপান্তর পর্যন্ত। প্রতিটি উদ্যোগই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন, যার লক্ষ্য হলো জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই প্রবৃদ্ধি।

আমি বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয় ও এর বিভাগসমূহ, আমাদের সকল উন্নয়ন সহযোগী, পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং সর্বোপরি যেসব জনগোষ্ঠী ও পরিবারকে আমরা সেবা দিয়ে আসছি – তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের আস্থা ও সহযোগিতাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আগামীর পথচলায় আমাদের অঙ্গীকার সুস্পষ্ট - ঘাতসহিষ্ণুতা, মর্যাদা ও যৌথ সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত এক ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখে দেশে ইতিবাচক পরিবর্তনের এক অনুঘটক হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করে যাবে।

(জাকির আহমেদ খান)

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা

২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ : অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আগামীর প্রস্তুতি

বর্তমান সময়ে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট। প্রযুক্তিগত বিপ্লব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনমিতিক রূপান্তর আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, শ্রমবাজার ও উন্নয়ন পরিমণ্ডলকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সবুজ উদ্ভাবন শিল্পখাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে। একই সাথে, অভিযোজন সক্ষমতা ও ঘাতসহিষ্ণুতা গড়ে তোলার গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে।

এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, উদ্যোগ সম্প্রসারণ ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়ন ও জীবনমানের পরিবর্তন সাধনের মূল লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। এ লক্ষ্য পূরণে একটি সুনিপুণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০' প্রণীত হয়েছে। শুরুতে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ইউনিট ও বিভাগের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে এ অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা সমৃদ্ধ করা হয় গভীর বিশ্লেষণ, শক্তিশালী বাজার গবেষণা এবং অংশীজনদের ব্যাপক সম্পৃক্তির মাধ্যমে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞবৃন্দ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছর পিকেএসএফের জন্য ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর। এ সময় বাংলাদেশজুড়ে দুই কোটিরও বেশি স্বল্পআয়ের পরিবারের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল প্রবৃদ্ধির নিশ্চিতকরণে আমরা আমাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করি। উপযুক্ত অর্থায়নকে কার্যকর ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ গ্রাহকের কাছে নানাবিধ সেবা পৌঁছে দেয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, প্রান্তিক কৃষক, নারী ও যুবসমাজের কাছে আর্থিক সেবা সহজলভ্য করা হয়।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমকে অধিকতর ডিজিটাল পন্থায় আনয়ন আরও বেগবান হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন সিস্টেম (IIS)-এর মাধ্যম এখন সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। এপিআই-ভিত্তিক তথ্য বিনিময় ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য 'আমাদের পিকেএসএফ' পোর্টাল কার্যসম্পাদনের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও দ্রুত সম্পাদনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। বিদ্যমান সিস্টেমগুলোকে একটি সম্পূর্ণ ফেডারেটেড 'ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম'-এর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যেখানে ডিজিটাল ফাইন্যান্স-সহ বিভিন্ন সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ উদ্ভাবনসমূহের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে পিকেএসএফ-কে একটি 'পেপারলেস' (কাগজবিহীন) প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠনে পিকেএসএফ সামনের সারিতে অবস্থান করবে বলে আশা করছি।

পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল খাত হিসেবে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পিকেএসএফ ৩৫ লাখেরও বেশি উদ্যোক্তাকে অর্থায়ন ও অন্যান্য ব্যাবসায়িক সহায়তা প্রদান করে, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্থানীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম (CES) চালুর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারি তহবিলের জোগান বৃদ্ধি পেয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহায়তাপুষ্ট ক্লাস্টার-ভিত্তিক ভ্যালু চেইন মডেল উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তি ব্যবহার ও বাজার সংযোগ সুবিধার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, যার ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অধিক মূল্য সংযোজন ও অধিক মুনাফা নিশ্চিত করতে পারছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নেও পিকেএসএফ-এর প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫০ লাখেরও বেশি মানুষ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, যা তাদের কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছে। আমাদের কর্মসূচিগুলো এখন শোভন ও সবুজ কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, যাতে বাংলাদেশের যুবসমাজ দেশে ও দেশের বাইরে দ্রুত পরিবর্তনশীল কর্মজগতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষিখাত। এটি আমাদের কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। পিকেএসএফ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষককে অর্থায়নের মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি গ্রহণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা করছে। খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা-সহনশীল ফসলের জাত সম্প্রসারণের মতো উদ্যোগ উৎপাদন ও আয়ের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করেছে এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রেখেছে।

ঝুঁকি মোকাবিলা ও সামাজিক সুরক্ষায় পিকেএসএফ-এর অঙ্গীকার অটুট রয়েছে। বর্তমানে ২ কোটিরও বেশি ঋণ সুবিধাভোগী কমিউনিটি-ভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। এ ব্যবস্থা মৃত্যু, অসুস্থতা বা দুর্যোগজনিত আয়ক্ষয়ের ঝুঁকি থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়। প্রাণিসম্পদ বীমা ও লাইভলিহুড রেস্টোরেশন ফান্ড (জীবিকা

পুনরুদ্ধার তহবিল) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম দ্রুত পুনরুদ্ধারে সহায়তা করছে।

পরিবেশগত টেকসহিতা ও জলবায়ু-সহনশীলতা এখন পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমে নিহিত থাকে। বিশেষায়িত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে পিকেএসএফ অভিযোজনমূলক জীবিকা উন্নয়ন, জলবায়ু-সহনশীল ঘর নির্মাণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এসব কার্যক্রম একদিকে যেমন দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাচ্ছে, অন্যদিকে তেমন কমিউনিটি-ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতা গড়ে তুলছে। মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রম সংযুক্ত করার আমাদের এ উদ্যোগ বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কার্যকর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর এই প্রথম পিকেএসএফ-এর অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, যার লক্ষ্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া।

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বাণিজ্যিক ব্যাংক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আমাদের অংশীদারত্ব আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এবং বিশ্বব্যাংক। এসব সহযোগিতার ফলে সম্পদ সংহতকরণ, উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ এবং দেশব্যাপী অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে পিকেএসএফ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের অগ্রগতি পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম, আমাদের সহযোগী সংস্থাগুলোর নিষ্ঠা এবং সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অবিচল সমর্থনের প্রতিফলন। পিকেএসএফ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যানের বিচক্ষণ ও সময়োচিত দিকনির্দেশনার জন্য আমি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সঙ্গে ভবিষ্যতমুখী নীতিগত সহায়তা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'পিকেএসএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২৫-২০৩০' দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে পিকেএসএফ এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে যাচ্ছে, যা তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে – শোভন কর্মসংস্থান, ঝুঁকি নিরসন এবং সক্ষমতা উন্নয়ন। এসবের আলোকে পিকেএসএফ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে একটি সমৃদ্ধ, ঘাত-সহিষ্ণু, ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে।

(মোঃ ফজলুল কাদের)

পরিচালনা পর্ষদ

জাকির আহমেদ খান
চেয়ারম্যান

মোঃ ফজলুল কাদের
সদস্য

ড. সহিদ আকতার হোসাইন
সদস্য

নূরুন নাহার
সদস্য

ফারজানা চৌধুরী
সদস্য

ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম
সদস্য

লীলা রশিদ, পিএইচডি
সদস্য

[পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান একই সঙ্গে সাধারণ পর্ষদেরও চেয়ারম্যান। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাধারণ পর্ষদেরও সদস্য।]

সাধারণ পর্ষদ সদস্য

(০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে)

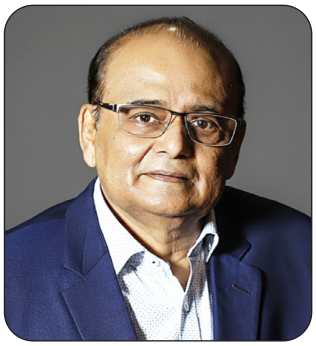

ড. জাইদী সাত্তার

ড. মোস্তফা কে মুজেরী

ড. সাজ্জাদ জহির

অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক, পিএইচডি

সামসুল হক জাহিদ

আকতারী মমতাজ

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

সামিনা সরকার

সালেহ উদ্দিন

সাধারণ পর্ষদ সদস্য

(০১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে)

গওহার নঈম ওয়ারা

দেওয়ান এ এইচ আলমগীর

শাহনাজ শারমীন রিনভী

এ. এন. শামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

মোঃ জিয়াউর রহমান

খাজা মাঈন উদ্দিন

নাছিমা বেগম

শফিকুল ইসলাম শাহেদ

পিকেএসএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যপরিচালনা পদ্ধতি

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো আটটি বিশেষায়িত বিভাগ দ্বারা গঠিত। এ বিভাগগুলো কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে কাজ করে।

প্রতিটি বিভাগের অধীনে একাধিক বিশেষায়িত ইউনিট রয়েছে, যা নানাবিধ কৌশলগত, কার্যকর ও সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে – নীতি প্রণয়ন এবং আর্থিক ও অ-আর্থিক কর্মসূচি পরিচালনা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থ বিতরণ ও আদায়; পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা; প্রাতিষ্ঠানিক ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; উদ্ভাবন; গবেষণা, প্রশিক্ষণ, ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা; এবং ক্রয়, আইনগত বিষয় ও লজিস্টিক-সহ সাধারণ সেবা কার্যক্রম।

এই সমন্বিত বিভাগীয় কাঠামোর মাধ্যমে পিকেএসএফ বৃহৎ পরিসরের উন্নয়ন কর্মসূচি সমন্বিত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার পাশাপাশি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে সমর্থ হচ্ছে। একই সাথে, এমন সুবিন্যাস্ত সাংগঠনিক কাঠামো থাকায় পিকেএসএফ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু সহনশীলতা, ডিজিটাল ফাইন্যান্স এবং অংশীদারত্ব উন্নয়নের মতো উদীয়মান অগ্রাধিকার খাতগুলোতে কার্যকরভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখতে স্ক্যান করুন :

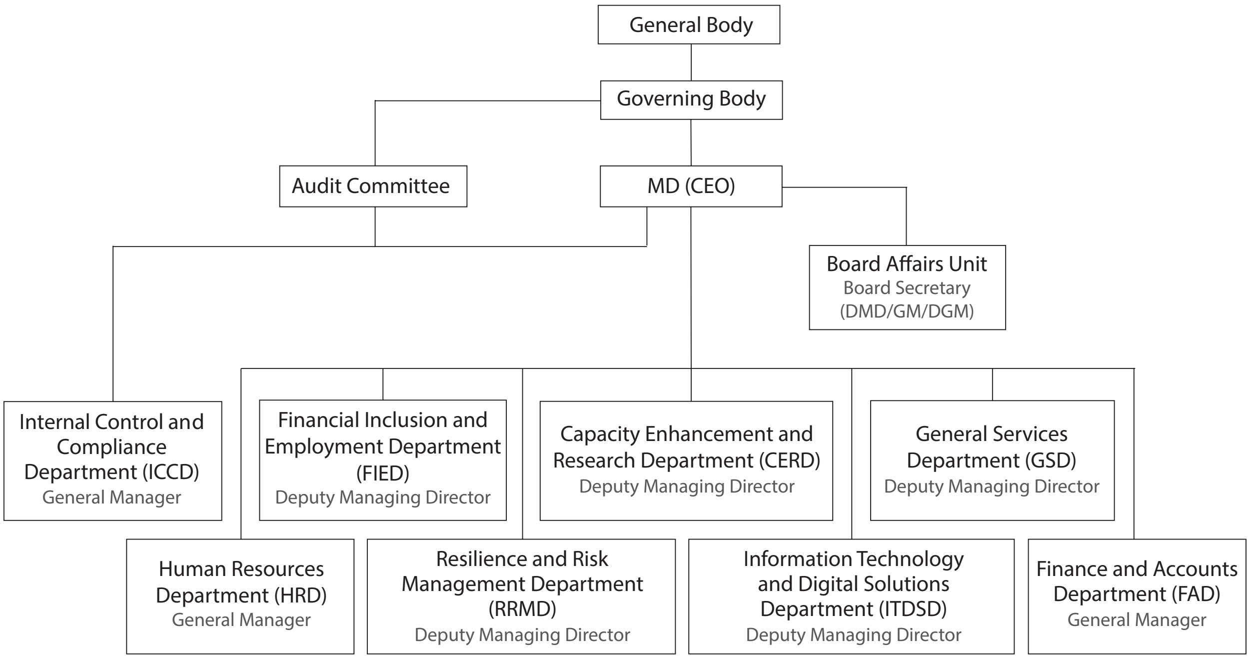

এক ঝলকে

২০২৫ সালে পিকেএসএফ

দেশজুড়ে সেবা

- সাড়ে ৮ কোটিরও বেশি মানুষ
- দুই শতাধিক সহযোগী সংস্থা
- ১৮ হাজারেরও বেশি শাখার এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক
- ৬৪ জেলা (প্রান্তিক ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলসহ)

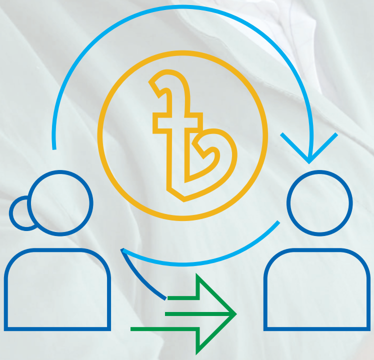

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন

- ২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের (৯৩% নারী) অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা গ্রহণ
- ৩৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে উপযুক্ত অর্থায়ন
- ১৪ লক্ষ কৃষকের নমনীয় কৃষি অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তি
- ৫ লক্ষ অতিদরিদ্র ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান
- ১২,০০০ পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী ও জলবায়ু-সহনশীল গৃহায়ন অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

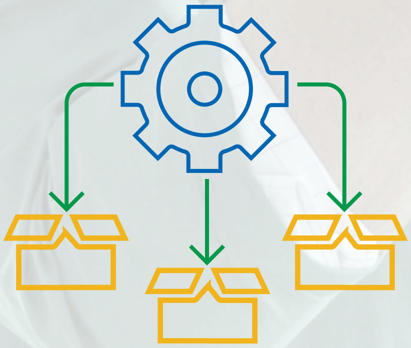

ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন

- ক্ষুদ্র উদ্যোগে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘ক্রেডিট এনহান্সমেন্ট স্কিম’ (এক ধরনের ক্রেডিট গ্যারান্টি ব্যবস্থা) চালু
- ১ লক্ষ ৩০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোগে প্রযুক্তি, বাজার সংযোগ ও সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান

কৃষি উন্নয়ন

- ১৪ লাখ কৃষক ও কৃষি-উদ্যোক্তার জন্য নতুন প্রযুক্তি, উন্নত উপকরণ ও বাজারে অভিগম্যতা সৃষ্টি
- কৃষকদের মাঝে ১০ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

মানবসম্পদ উন্নয়ন

- যুব ও নারীসহ ৮২ হাজার ৪০০ স্বল্পআয়ের ব্যক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সহায়তা প্রদান
- ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫০টি 'নিরাপদ ব্যবস্থাপনা' ল্যাট্রিন স্থাপন
- ৪৩ হাজার ১৭৫ পরিবারে নিরাপদ পানির সুবিধা স্থাপনে সহায়তা প্রদান

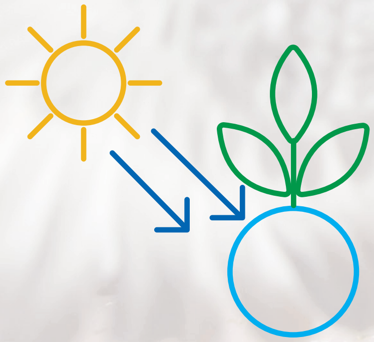

ঝুঁকি প্রশমন ও জলবায়ু-সহিষ্ণুতা

- ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষকে ঝুঁকি প্রশমন সেবার আওতায় আনয়ন
- জলবায়ু অভিযোজন, ঝুঁকি তহবিল ও পুনরুদ্ধার সহায়তার মাধ্যমে ১ লক্ষ পরিবারের ঘাতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

আমাদের কার্যক্রম

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অন্যতম শর্ত হলো উপযুক্ত ও সাশ্রয়ী আর্থিক সেবায় সহজ প্রবেশাধিকার। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে এখনও প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার সীমিত। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা, প্রান্তিক কৃষক, নারী ও যুবসমাজ তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পিকেএসএফ টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব বাধা দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। তৃণমূল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বিস্তার ও আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখা যায় এর বিস্তৃত কার্যক্রমে।

২০২৫ সালে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সেবা গ্রহণ করেছেন দুই কোটিরও বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে ৯৩.২৪ শতাংশই নারী। এ সময়ে মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,৫৪০ কোটি টাকা এবং সংগৃহীত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩,৫২৩.১ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে অর্থায়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ক্ষুদ্র উদ্যোগ। ২০২৫ সালে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ৩৫ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মোট ৭২,৬২০ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ঋণ সহায়তা পেয়েছেন।

এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে পিকেএসএফ 'ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম' চালু করেছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগে ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি বেসরকারি অর্থায়ন সংস্থান সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র কৃষকদের অর্থায়ন

বাংলাদেশের ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিক রাখতে তারা মূলতঃ ক্ষুদ্রঋণের ওপর নির্ভরশীল। পিকেএসএফ-এর উদ্ভাবনী কৃষি অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায় ১৪ লক্ষ কৃষকের মাঝে ১০,৩৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এ সহায়তা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণ এবং জলবায়ু-সহনশীলতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সাশ্রয়ী আবাসন অর্থায়ন

নিরাপদ বাসস্থান একটি মৌলিক মানবিক চাহিদা। তবে, বাস্তবে বহু স্বল্পআয়ের মানুষের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে এমন বাসস্থান। এ প্রেক্ষাপটে পিকেএসএফ-প্রবর্তিত সাশ্রয়ী আবাসন অর্থায়নের আওতায়

শতরঞ্জি বুনছেন একজন নারী উদ্যোক্তা।

১১,২৭৭টি পরিবারকে ৩২৮.৩৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়াশ অর্থায়নে অগ্রগতি

স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ ‘পানি ও স্যানিটেশন ঋণ’ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এর আওতায় ২৭৮,১৫০টি নিরাপদ ল্যাট্রিন এবং ৪৩,০৯২টি নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্যোগ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর অভীষ্ট ৬ (বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন) অর্জনের অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের কেন্দ্রে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন।

দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীও ব্যাংকযোগ্য

দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী ব্যাংকযোগ্য নয় – এ প্রচলিত ধারণাকে পিকেএসএফ ধারাবাহিকভাবে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। ২০২৫ সালে এর বিশেষায়িত অর্থায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের জীবনমান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ১,৫৪২ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রবীমার প্রসার

পিকেএসএফ-এর সহায়তাপুষ্ট ক্ষুদ্রবীমা সেবার মাধ্যমে ১.৫৮ কোটি স্বল্পআয়ের পরিবার জীবিকা রক্ষা, আকস্মিক অভিঘাত মোকাবিলা এবং সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর সহায়তা পেয়েছে।

ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিতকরণ

প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক শক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ ফিনটেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ব্যবসায়িক সক্ষমতা এবং সময়োপযোগী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ডিজিটাল আর্থিক সেবার মাধ্যমে এক কোটি সদস্যের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সদ্যপ্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে উদ্ভাবন, ডিজিটালাইজেশন ও টেকসই অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের পরিধি আরও সম্প্রসারণে পিকেএসএফ বদ্ধপরিকর।

পিকেএসএফ-এর ডিজিটাল অর্থায়ন রূপকল্প (২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি সদস্য)

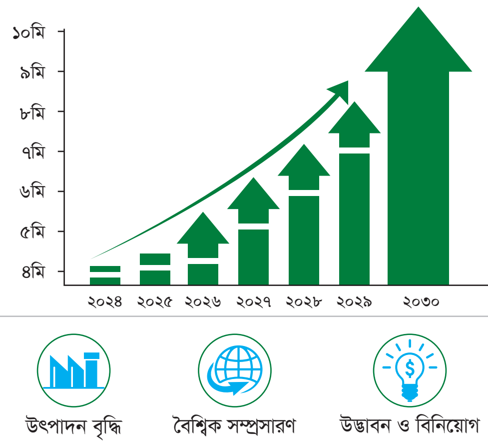

পার্বত্য অঞ্চলে গোলমরিচ চাষ : সম্ভাবনা ও পিকেএসএফ-এর সহায়তা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে নীরবে আশাব্যঞ্জক পরিবর্তনের এক গল্প লিখছে গোলমরিচ চাষ। পার্বত্য জেলা চট্টগ্রামে টিলা-ঢাল, পাহাড়, পানি নিষ্কাশন-সুবিধাযুক্ত মাটি এবং আর্দ্র উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু - সব মিলিয়ে উচ্চমূল্যের মসলা চাষের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত পড়ে থাকা পাহাড়ি বসতভিটা ও বনাঞ্চলের প্রান্তভূমি আজ রূপ নিচ্ছে সবুজে ঘেরা ফলন্ত গোলমরিচ বাগানে। অনেক ক্ষেত্রেই গাছের সঙ্গে আন্তঃফসল হিসেবে গোলমরিচ চাষ করে কৃষকেরা জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করছেন।

জলবায়ু-সহনশীল এ মসলাটি শুধু প্রাকৃতিকভাবে উপযোগীই নয়, বাজারেও এর চাহিদা ব্যাপক এবং মূল্য আকর্ষণীয়। ফলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য এটি হয়ে উঠেছে বছরজুড়ে আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। পাহাড়ের ঢালে ঢালে এখন তাই জন্ম নিচ্ছে সম্ভাবনার নতুন স্বপ্ন।

সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পিকেএসএফ পাহাড়ি কৃষকদের জন্য উপযোগী অর্থায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, মানসম্মত চারা সরবরাহ এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করছে। উন্নত চাষপদ্ধতি, ফসল-পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারসংযোগ স্থাপনে সহায়তা দিয়ে পিকেএসএফ কৃষকদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। এর ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও নারী কৃষকেরা এ উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জীবিকায় বৈচিত্র্য আনা এবং টেকসই আয় বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলার কয়লা গ্রামের এক আদিবাসী নারী প্রীতিলতা ত্রিপুরাকে। তিনি নিজের উৎপাদিত গোলমরিচ প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যস্ত। স্থানীয়ভাবে গোলমরিচ চাষ সম্প্রসারণে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অর্জন করেছেন ‘সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার ২০২৪’। পাহাড়ের মাটিতে তাঁর এ সাফল্য আজ অনেকের জন্য প্রেরণার আলোকবর্তিকা।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন

প্রবৃদ্ধি, সাম্য নিশ্চিতের প্রয়াস

পিকেএসএফ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত একটি কারখানায় কংক্রিট ব্লক উৎপাদনের কাজ চলছে।

কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) খাতে দেশজুড়ে আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লাখ উদ্যোগ ছড়িয়ে রয়েছে। এ খাতই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত মেরুদণ্ড এবং একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধির এক নীরব ইঞ্জিন। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুসংহতকরণে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিএমএসএমই খাতের প্রায় ৯০ শতাংশই ক্ষুদ্র উদ্যোগ। দেশের মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৯ শতাংশ এ খাতে অন্তর্ভুক্ত। সম্মিলিতভাবে প্রায় ৩ কোটি ১০ লাখ মানুষের জীবিকার উৎস এসব উদ্যোগ। মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৫৬ শতাংশ এবং দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রায় ২৫ শতাংশ আসে এ খাত থেকে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের কৌশলগত সম্প্রসারণ

টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ মজুরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ ২০০১ সালে ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মসূচি চালু করে। সময়ের সাথে কর্মসূচিটি বিকশিত হয়েছে; পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পিকেএসএফ ধারাবাহিকভাবে নতুন আর্থিক সেবা প্রবর্তন ও বিদ্যমান সেবা পুনর্গঠন করছে। পিকেএসএফ-এর মোট ঋণ পোর্টফোলিওতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণের অংশ দ্রুত বাড়ছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পিকেএসএফ ৩৫ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে ৭২,৬২০ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

প্রধান চ্যালেঞ্জ

২০১৭ সালে বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় এমএসএমই খাতে ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থায়ন ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হয়, যা খাতটির সম্প্রসারণে বড় বাধা। পাশাপাশি নিম্ন-প্রযুক্তির ফাঁদ, দক্ষতার ঘাটতি, সীমিত বাজারসংযোগ এবং প্রাথমিক পণ্য ও সেবায় পর্যাপ্ত মূল্য সংযোজনের অভাব – এগুলোও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

পিকেএসএফ-এর উদ্যোগ

পিকেএসএফ সম্প্রতি 'ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম (সিইএস)' চালু করেছে। এটি একটি গ্যারান্টি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অর্থায়ন পেতে পারে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ বাড়াতে পারে। পাশাপাশি, খাতটির জন্য অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহে একটি ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে।

বাংলাদেশের অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোগ এখনো পুরোনো যন্ত্রপাতি, নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও নিম্নমানের ব্যবস্থাপনার কারণে স্বল্প মুনাফার চক্রে আটকে আছে। এ অবস্থা কাটাতে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং কমন সার্ভিস সেন্টার চালু করছে, যাতে উদ্যোগগুলোকে শোভন কর্মসংস্থান কেন্দ্রে রূপান্তর করা যায়।

ডিজিটাল টুলস্, স্মার্ট অ্যানালিটিকস্, সাইকোমেট্রিক ক্রেডিট প্রোফাইলিং, এআই-ভিত্তিক অটোমেশন, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং সাপ্লাই চেইন ট্রেসেবিলিটির জন্য ব্লকচেইন–এসবও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে পণ্যের মানোন্নয়ন ও মানদণ্ড নির্ধারণ, বিএসটিআই, জিএপি, হালাল, এইচএসিসিপি সনদ, ব্র্যান্ডিং, মেলা, ই-মার্কেট এবং রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

উদ্যোগ উন্নয়নে পরিবেশগত টেকসহিতাকে পিকেএসএফ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। সম্পদ-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন (আরইসিপি), ব্যবহৃত দ্রব্যের পুনর্ব্যবহার, এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়। সারা দেশে ২৭৪টি পরিবেশ ক্লাব এবং ৪৪টি সহযোগী সংস্থায় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছে পিকেএসএফ।

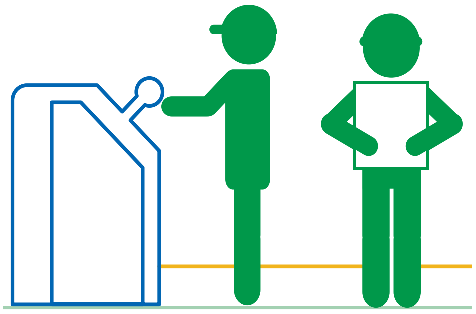

সবুজ প্রবৃদ্ধি জোরদারে কংক্রিট ব্লক নির্মাণ উদ্যোগ

পরিবেশবান্ধব 'কংক্রিট হলো ব্লক' উৎপাদন বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্রউদ্যোগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। সাশ্রয়ী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নির্মাণসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ উদ্যোগ দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। কংক্রিট ব্লক ব্যবহার কাঁচামালের ব্যবহার কমায়, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে এবং ভবনের তাপমাত্রা অনুকূলে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বল্প পুঁজি ও স্থানীয় উপকরণে পরিচালনাযোগ্য হওয়ায় এটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য উপযোগী এবং শহরতলী ও গ্রামীণ এলাকায় বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

পিকেএসএফ সাশ্রয়ী অর্থায়ন, আধুনিক ব্লক তৈরির যন্ত্রপাতি এবং হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি বাজারসংযোগ ও পরিবেশবান্ধব চর্চা গ্রহণেও সহায়তা করছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে বাগেরহাটের শেখ আবু শাহিদকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ১১ বছর প্রবাসজীবন শেষে দেশে ফিরে একাধিক ব্যবসায় ব্যর্থতার মুখোমুখি হন তিনি। পরে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'কোডেক' থেকে প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে তিনি একটি সেমি-অটোমেটিক মেশিন ক্রয় করে কংক্রিট ব্লক কারখানা গড়ে তোলেন। তিনি আরইসিপি চর্চা অনুসরণ করেন। ফলে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়। বর্তমানে তিনি তিনজন কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন এবং স্থানীয় রাজমিস্ত্রীদের এ পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। ক্রমবর্ধিত চাহিদা মেটাতে তিনি আরও বড় কারখানা শেড নির্মাণের কাজও শুরু করেছেন।

মানব মূলধন

শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন

বাংলাদেশের কর্মশক্তির বড় একটি অংশ এখনও পর্যাপ্ত দক্ষতাসম্পন্ন নয়। ফলে, বহু মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যেখানে নিম্ন মজুরি ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশ দেখা যায়। বিদেশে কাজের জন্য আগ্রহী তরুণদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখা যায়, কারণ তাদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা বেশ সীমিত।

প্রতি বছর প্রায় ২২ লাখ তরুণ-তরুণী দেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই শিল্পখাতের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। ফলে, বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা ও দেশের মানুষের কর্মসংস্থানযোগ্যতার মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে।

হাতে-কলমে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণরা দক্ষতা আয়ত্ত করছে, গড়ে তুলছে আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

এদিকে বিশ্বব্যাপী কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ও অভিযোজনক্ষম কর্মীর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, বিশেষ করে উৎপাদনশিল্প, পরিচর্যা সেবা (কেয়ারগিভিং), নির্মাণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে। বিদেশি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সনদপ্রাপ্ত ও শিল্পোপযোগী দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়োগে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

যুবসমাজ, নারী এবং স্বল্পআয়ের মানুষের মধ্যে বাজার-উপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোগ বিকাশ এবং দেশ-বিদেশে শোভন কর্মসুযোগ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – এ বিষয়টি পিকেএসএফ গভীরভাবে উপলব্ধি করে। পিকেএসএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বল্পআয়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (বিশেষ করে নারী), ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ভৌগোলিকভাবে দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের সহায়তা প্রদান করছে।

পিকেএসএফ-এর Business Management and Entrepreneurship Development (BMED) প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ৬৯,৪৪৬ জন তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উদ্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি মোকাবিলা, কারিগরি জ্ঞান এবং জীবনদক্ষতায় নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন।

এছাড়া, ৪৯,৯৬৩ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা Risk Management and Business Continuity (RMBC) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কোভিড-১৯ মহামারিসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

পিকেএসএফ-এর ছয় মাসব্যাপী শিক্ষানবিশী কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীরা দক্ষ কারিগরদের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট পেশায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তারা জীবনদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণও পান। জুন ২০২৫ পর্যন্ত ২৪,৭৩২ জন শিক্ষানবিশ এ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন। তাদের মধ্যে ১৩,৭২০ জন মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন এবং ২,৩৪৭ জন নিজস্ব উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এর আগে, একটি বিশেষায়িত প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ৩৮,৬৩৩ জন সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়, যার মধ্যে ৭৫ শতাংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মাধ্যমে ১২,০০০ দরিদ্র ও প্রান্তিক তরুণকে (৩০ শতাংশ নারী) শিল্পখাতের চাহিদাভিত্তিক বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া, এতিম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

এবং তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরও ৮,৫০০ তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উদ্যোগে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) কার্যক্রম। এসব কার্যক্রম দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের সুস্থ ও অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় পরিচালিত স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক, স্বাস্থ্য শিবির এবং বিনামূল্যে ছানি অপারেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন।

স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন চর্চা প্রসারের মাধ্যমে পিকেএসএফ স্বল্পআয়ের মানুষের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করছে।

এসব উদ্যোগ একত্রে এমন একটি উন্নয়ন মডেল গড়ে তুলছে যা কর্মসংস্থানযোগ্যতা বাড়ায়, ক্ষুদ্র উদ্যোগকে শক্তিশালী করে, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে এবং একটি সুস্থ ও অধিক সহনশীল কর্মশক্তি গড়ে তোলে। এর ফলে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সরাসরি অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে।

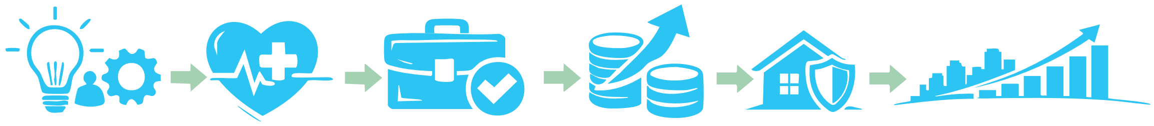

গ্রাম ছাড়িয়ে বিদেশেও ব্যবসা করছে তরুণের আইটি উদ্যোগ

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বেনেয়ালি গ্রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তরুণ মাসুদ রানা প্রযুক্তির প্রতি নিজের আগ্রহকে রূপ দিয়েছেন একটি বৈশ্বিক উদ্যোগে। ২০১৬ সালে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক শেষ করার পর তিনি অনলাইনে আউটসোর্সিংয়ের কাজ শুরু করেন। পরে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের আওতায় তিন মাসব্যাপী আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি পাঁচজন সহপাঠীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'Future IT Home', যা বর্তমানে 'Rextent' নামে পরিচিত।

দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসুদ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে কাজ পেতে শুরু করেন। তিনি Amazon এবং Google-এর স্বীকৃতি অর্জন করেন এবং Upwork-এ ১০০ শতাংশ সাফল্যের হার অর্জন করেন। বর্তমানে Rextent যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নিবন্ধিত। প্রতিষ্ঠানটিতে ২২ জন তরুণ কর্মরত, এবং প্রতি মাসে এটি ১৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয় করছে। মাসুদের স্বপ্ন নিজের প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের শীর্ষ আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

কৃষি উন্নয়ন

উৎপাদনশীল, স্থিতিশীল গ্রামীণ উন্নয়ন

দারিদ্র্য হ্রাসে অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি প্রায় তিনগুণ বেশি কার্যকর। তাই বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে কৃষি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন এগিয়ে নিতে পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষি-উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের পাশাপাশি জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তি, দক্ষতা ও বাজারে প্রবেশাধিকার সহজতর করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা, ঘাত-সহিষ্ণুতা এবং টেকসই গ্রামীণ জীবিকা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট কৃষিঋণের প্রায় ৫০ শতাংশই বিতরণ করে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো।

সুস্থ, সবল চারা গাছ ভালো ফসলের পূর্বশর্ত।

জিডিপি ও কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান

সূচক	বিশ্ব (%)	বাংলাদেশ (%)
জিডিপিতে অবদান	৪	১৪
মোট কর্মসংস্থানে অবদান	২৮	৪০

কৃষিঋণ বিতরণ ও উপকারভোগী কৃষক পরিবার

সূচক	জাতীয়	পিকেএসএফ
কৃষিঋণ বিতরণ (কোটি টাকা)	৩৭,৩৩০	১০,৩৬৮
কৃষক পরিবার (হাজারে)	১৬,৮৮০	১,৪০০

পিকেএসএফের কৃষিঋণের বৈশিষ্ট্য

- **লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী :** প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক
- **ঋণের আকার :** সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা
- **সুদের হার :** সর্বোচ্চ মাসিক ২%
- **ফি/চার্জ :** নেই
- **ঋণের মেয়াদ :** সর্বোচ্চ ১২ মাস
- **জামানত :** প্রয়োজন নেই
- **গ্রেস পিরিয়ড :** ফসল তোলা পর্যন্ত
- **পরিশোধ পদ্ধতি :** ফসল বিক্রির পর এককালীন কিস্তি
- **ঋণ বিতরণ পদ্ধতি :** ব্যাংকের মাধ্যমে বা নগদে

আধুনিক, ঘাত-সহিষ্ণু কৃষি খাত গড়তে পিকেএসএফ-এর বহুমুখী উদ্যোগ

- স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যয়সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন বাড়ায় এবং কৃষকের আর্থিক চাপ কমায়।
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং এবং গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা হচ্ছে, যার ফলে কৃষকরা বাজারে ভালো মূল্য পাচ্ছেন।
- গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কৃষি খাতের দীর্ঘমেয়াদি টেকসহিতা নিশ্চিতে সহায়তা করছে।
- প্রাণিপালন, মৎস্য, কৃষিবনায়ন এবং কৃষিবান্ধব পরিবেশগত চাষাবাদের মতো বহুমুখী কার্যক্রম কৃষকের আয় ও জীবিকায় স্থিতিশীলতা বাড়াচ্ছে।
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
- জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে লবণাক্ততা, বন্যা ও খরার মতো জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কৃষকদের সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে।
- পশুসম্পদভিত্তিক ক্ষুদ্র বীমা এবং দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধার ঋণ প্রান্তিক কৃষকদের দ্রুত জীবিকা পুনর্গঠনে সহায়তা করছে।
- অর্থায়ন, প্রযুক্তি এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে পিকেএসএফ উৎপাদনশীল, পরিবেশবান্ধব, জলবায়ু-সহনশীল, টেকসই এবং বাজারমুখী কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে ভূমিকা রাখছে।

শিমুল হোসেনের ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষে সাফল্য

পাবনার পারসিধাই গ্রামের শিমুল হোসেন ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই (বিএসএফ) চাষের মাধ্যমে নিজের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন। ফ্যাশন ডিজাইনের কাজে কিছু সময় যুক্ত থাকার পর ২০১৮ সালে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে হাঁসের খামার শুরু করলেও ১৮ লাখ টাকার ঋণের বোঝা তাকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে।

এ সময় ইউটিউবের মাধ্যমে তিনি বিএসএফ চাষ সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন এবং বাজার যাচাই, ঋণসহায়তা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে পিকেএসএফের সহায়তা পান। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তার খামারে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ কেজি বিএসএফ লার্ভা উৎপাদন শুরু হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭২ হাজার টাকা। বর্তমানে তার খামারে দশজনের কর্মসংস্থান হয়েছে। পাবনা ও কক্সবাজারে তার দুটি খামার রয়েছে এবং তিনি বিদেশেও পিউপা (লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ পোকার মধ্যবর্তী রূপ) রপ্তানি করছেন। মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনি ১৬ লাখ টাকার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে দেশের ২৫টি জেলায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ২৮০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তা বাণিজ্যিকভাবে বিএসএফ চাষের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

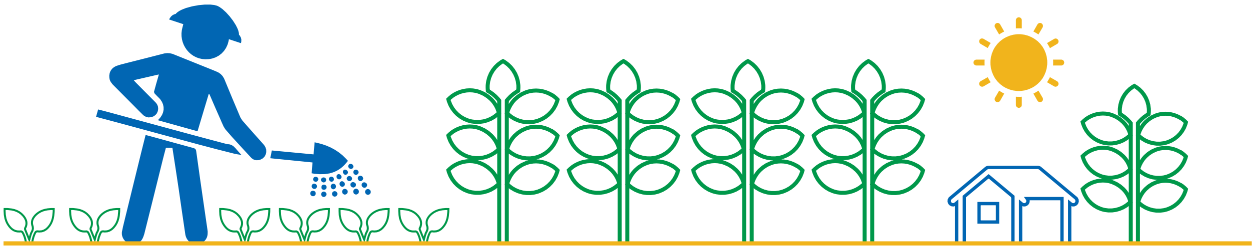

ঘাতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি

সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সুরক্ষা

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে অসংখ্য পরিবার আজও এমন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস করে, যেখানে সামান্য একটি দুর্যোগ বা ধাক্কাই তাদের আবার দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিতে পারে। দেশে বীমা কাভারেজ জিডিপির মাত্র ০.৫ শতাংশ; ফলে অধিকাংশ গ্রামীণ পরিবার এখনও আনুষ্ঠানিক ঝুঁকি-সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে। এ বাস্তবতায় পিকেএসএফ আর্থিক সুরক্ষা, সম্পদ সুরক্ষা এবং জলবায়ু-সহনশীল কার্যক্রমকে একীভূত করে দেশব্যাপী একটি ঘাত-সহনশীলতার ইকোসিস্টেম গড়ে তুলছে।

জাতীয় পর্যায়ে সুরক্ষা কাঠামো

ঝুঁকি তহবিলের আওতায় ঋণগ্রহীতা	১ কোটি ৫৮ লক্ষ+
সহযোগী সংস্থা	২০০+
জাতীয় প্ল্যাটফর্ম	দেশের বৃহত্তম কমিউনিটি-ভিত্তিক ঝুঁকি সুরক্ষা ব্যবস্থা
মূল লক্ষ্য	আর্থিক সুরক্ষা, সহনশীলতা ও প্রস্তুতি

পিকেএসএফ-এর সকল ঋণ কর্মসূচির সঙ্গে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সংযুক্ত রয়েছে, যার আওতায় সারা দেশে ১ কোটি ৫৮ লক্ষাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত। কোনো ঋণগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে, শোকাহত পরিবারকে আর্থিক সুরক্ষা দিতে পিকেএসএফ 'ডেথ ক্লেইম ওয়েভার' ধরনের সুবিধা প্রদান করে, যাতে তাদের ওপর ঋণের বোঝা না থাকে। পাশাপাশি, অনেক সহযোগী সংস্থা কমিউনিটি হাসপাতাল পরিচালনা করে এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আকস্মিক সংকটে তাৎক্ষণিক নগদ সহায়তাও দিয়ে থাকে।

প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দেয়। নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে সহায়তা করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে প্রায় ১২ হাজার পরিবারের জন্য জলবায়ু-সহনশীল আবাসন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যা বড় ধরনের জলবায়ুজনিত ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

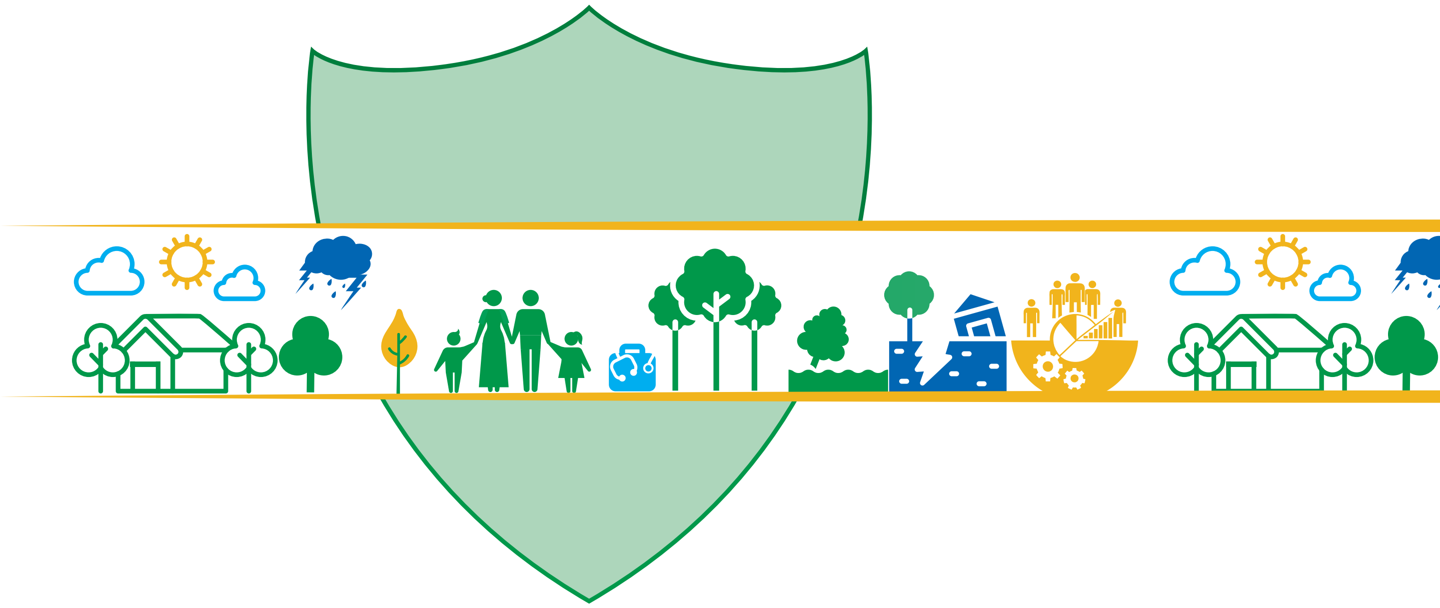

নিবন্ধিত সদস্যের সংখ্যা	৪১,৭৯৮
সহায়তাপ্রাপ্ত সদস্য	১৪,৭৪২
ঝুঁকিসমূহ	ঘূর্ণিঝড়, অসুস্থতা, সম্পদক্ষয় এবং ঋণজনিত ধাক্কা

জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ধাক্কার তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক পরিবারগুলোর ঝুঁকিও বাড়ছে। গবাদিপশু ও পারিবারিক সম্পদকেন্দ্রিক ঝুঁকি প্রশমন সেবা স্বল্পআয়ের পরিবারগুলোকে তাদের সম্পদ সুরক্ষায় এবং দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতা গড়ে তুলতে পিকেএসএফ কার্যকরভাবে সহায়তা করছে। এ সেবার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং আগামী বছরগুলোতে ক্ষুদ্রবীমা ও কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা মডেলের ভূমিকা আরও সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে পিকেএসএফ ঘূর্ণিঝড়, অসুস্থতা, সম্পদক্ষয় এবং ঋণজনিত ধাক্কার মতো পরিস্থিতিতে দরিদ্রতম পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। পাশাপাশি গবাদিপশুর ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ, টিকাদান কর্মসূচি এবং ঋণ মওকুফ সুবিধাসহ বিস্তৃত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সাশ্রয়ী ঝুঁকি-সুরক্ষা সেবা সম্প্রসারণ, ডিজিটাল ক্লেইম নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং অংশীদারত্ব জোরদারের মাধ্যমে পিকেএসএফ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারসমূহের ঘাত-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে মর্যাদার সঙ্গে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে কাজ করছে। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা জোরদারে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রবীমা সেবাকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৫০,১৩৪
পরিবার সুরক্ষা সেবার আওতায় এসেছে

৮৮,৪৯১
নতুন গবাদিপ্রাণী রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছে

৩২৩+ কোটি টাকা
বিনিয়োগ করা হয়েছে

১৬ লক্ষ
গবাদিপ্রাণিকে সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা সেবার আওতায় আনা হয়েছে

জলবায়ু কার্যক্রম

জীবন, জীবিকা, বাস্তুসংস্থানের সুরক্ষা

জলবায়ু পরিবর্তন একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘনঘন চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ বিশ্বজুড়ে খাদ্যব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে, প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর মতো আন্তর্জাতিক কাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমকে পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও জলবায়ু সহনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

পিকেএসএফ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত এক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তার ভার্মিকম্পোস্ট খামারে উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করছেন।

বাংলাদেশের মতো নিম্নভূমির দেশগুলোর জন্য এ ঝুঁকি আরও তীব্র। প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের মতো দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়, যা লাখো মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এবং অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড-এর 'অ্যাক্রিডেটেড এনটিটি' হিসেবে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু তহবিল সংগ্রহ করেছে, যা ব্যবহার করে বাংলাদেশজুড়ে কমিউনিটি-ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি)-এর আওতায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ২২ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উদ্যোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের সহায়তা প্রয়োজন হবে। একই সাথে, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০) কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা এবং নগরসমূহের ঘাত-সহনশীলতাসহ বিভিন্ন খাতে অভিযোজনমূলক পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সুরক্ষিত থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মূল কাঠামোর মধ্যেই পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও জলবায়ু-সহনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোজন ও প্রশমন - উভয় ক্ষেত্রেই এ সকল কার্যক্রম বন্যাপ্রবণ, খরাপ্রবণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মতো কৌশলগতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর চলমান উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা থেকে ঘরবাড়ি সুরক্ষার জন্য বসতভিটা উঁচু করা, পুকুর ও খাল পুনঃখননের মাধ্যমে উপরিভাগের পানি সংরক্ষণ বৃদ্ধি, জলবায়ু-সহনশীল আবাসন নির্মাণ এবং বহুমুখী জীবিকায়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

উপকূলীয় অঞ্চলে পিকেএসএফ লবণাক্ততা-সহনশীল ফসল চাষ, অভিযোজনভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার এবং রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির মুখে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিতে প্রতিষ্ঠানটি 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' থেকে অর্থায়ন সংগ্রহের প্রস্তুতিও নিচ্ছে।

সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের কাছে জলবায়ু তহবিল যেন কার্যকরভাবে পৌঁছে যায়, তা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে, পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো উন্নয়ন, সম্পদ-সাশ্রয়ী ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন পদ্ধতির প্রসার এবং সবুজ উদ্যোগে অর্থায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

আগামীতে পিকেএসএফ এমন একটি প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হতে চায় যা প্রতিটি কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্ব ও সহনশীলতা জোরদার করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। দীর্ঘমেয়াদে এর লক্ষ্য একটি ঘাত-সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তোলা যেখানে উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য একে অপরকে শক্তিশালী করবে।

জলবায়ু কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ :

- **১২,০০০টি** বসতভিটার নকশা ও নির্মাণ সম্পন্ন
- বসতভিটায় **৯৭,৭৪৭টি** গাছ রোপণ
- ছাগল/ভেড়া পালনের জন্য **৬,৬৫৭টি** মাচাযুক্ত ঘর নির্মাণ
- **৬৬টি** পুকুর পুনঃখনন (প্রায় ৪,৭১,৯০০ ঘনমিটার পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি)
- **২৫ কিলোমিটার** খাল পুনঃখনন (প্রায় ৬,২৫,০০০ ঘনমিটার পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি)
- **৬২৫টি** ম্যানেজড অ্যাকুইফার রিচার্জ (MAR) ব্যবস্থা স্থাপন (প্রায় ১,৫০,০০০ বর্গমিটার ক্যাচমেন্ট এলাকা বৃদ্ধি)
- **৩২,০০০ পরিবারের** জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা
- **২,৭৮,১৫০টি** নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ল্যাট্রিন স্থাপনে সহায়তা প্রদান

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে একটি জলবায়ু-সহিষ্ণু বাড়ি।

অতিদারিদ্র্য নিরসন

সহনশীলতা ও সৃজনশীলতায় সংকট মোকাবিলা

অতিদারিদ্র্য আবারও বাড়ছে, এবং এমন গতিতে বাড়ছে যা গত কয়েক দশকের অর্জিত অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। চরম বঞ্চনার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াই এখন স্থবির হয়ে পড়েছে; কিছু ক্ষেত্রে তা উল্টো দিকেও যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, প্রকৃত আয়ের হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে অনেক দেশই নতুন করে দারিদ্র্যের চাপে পড়ছে। ২০২৪ সালের বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (MPI) অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে প্রায় ১১০ কোটি মানুষ তীব্র বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। এর মধ্যে বাংলাদেশেই রয়েছে প্রায় ৪ কোটি ১৭ লাখ মানুষ।

অতিদারিদ্র্য কমাতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সাফল্য এখন নানা ঝুঁকির মুখে। লক্ষ লক্ষ পরিবার ক্রমশ গভীরতর ও দীর্ঘমেয়াদে সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে। বাড়তি জীবনযাত্রার ব্যয়, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্থবিরতা মিলিয়ে এমন এক বাস্তবতা তৈরি হয়েছে, যেখানে সামান্য কোনো বিপর্যয়ও তাদের জীবনকে আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন করে তুলতে পারে। এ বাস্তবতায়, পিকেএসএফ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দিচ্ছে, তাদের সহনশীলতা বাড়াচ্ছে এবং তাদের জীবিকাকে টেকসই করতে কাজ করছে।

পিকেএসএফ-এর কাজ সনাতনী ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত। দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা ও সহনশীলতা গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।

পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিগুলো অপর্যাপ্ত আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং নিম্নমানের জীবনযাত্রার মতো পরস্পর-সংযুক্ত সমস্যাগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে মোকাবিলা করে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পিত নমনীয় অর্থায়নের পাশাপাশি কারিগরি ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিকেএসএফ স্বল্পআয়ের মানুষের স্ব-কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে কাজ করে। সমন্বিত এ কর্মপন্থা লক্ষিত পরিবারগুলোর জীবিকায়নে বৈচিত্র্য আনে, একক আয়ের ওপর নির্ভরতা কমায় এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চতর আয়ের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

শিল্পখাতের চাহিদা অনুযায়ী তরুণদের দক্ষতা গড়ে তোলা এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পিকেএসএফ ছোট ও স্বল্পআয়ের উদ্যোগগুলোকে টেকসই ও সম্প্রসারণযোগ্য ক্ষুদ্র উদ্যোগে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করছে।

একজন স্বল্পআয়ের নারী তার বাড়িতে স্থাপিত খামারে হাঁসের দেখাশোনা করছেন।

বর্তমানে পিকেএসএফ সারা দেশে প্রায় ৫ লাখ অতিদরিদ্র মানুষকে সরাসরি সহায়তা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত অর্থায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি সমন্বিত প্যাকেজ।

এসব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবিলা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে তাদের জীবিকার ভিত্তি আরও শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় করতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ বিভিন্ন খাতে আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্প্রসারণে কাজ করছে। পাশাপাশি, মানুষকে সুস্থ ও উৎপাদনশীল অবস্থায় রাখতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সহায়তার অংশ হিসেবে পিকেএসএফ বিভিন্ন কারিগরি, কৃষি ও অকৃষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে তরুণ ও নারীদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন করছে।

ব্যক্তিপর্যায়ে সহায়তার পাশাপাশি সামষ্টিক উদ্যোগকে শক্তিশালীকরণ, সামাজিক সংহতি গঠন এবং অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্ত করার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে পিকেএসএফ কমিউনিটি সংগঠিতকরণেও ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার-সংবেদনশীল উন্নয়নে পিকেএসএফ বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ফলে, নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কমিউনিটি নেতৃত্বের কাঠামোতে আরও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারছেন। একই সঙ্গে দুর্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রস্তুতি জোরদারে কমিউনিটিগুলোকে অধিকতর সক্ষম করে তুলছে পিকেএসএফ।

সার্বিক বৈষম্য হ্রাস এবং আয়বৈষম্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা মোকাবিলায় পিকেএসএফ পরিকল্পিত ও লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সেইসব মানুষের কাছেও পৌঁছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের মূলধারা থেকে আংশিক বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল।

প্রতিকূলতাকে জয় করে 'সেরা শাখা'র নেতৃত্বে সুরভি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বিজিএস-এ একজন শাখা ব্যবস্থাপক সুফিয়া আখতার সুরভি পিকেএসএফ-এর বিডি রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তার নিষ্ঠা ও নেতৃত্বে শাখাটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অর্জন করেছে 'সেরা শাখা' পুরস্কার। তবে তার এ সাফল্যের পেছনের পথটি ছিল গভীর কষ্ট ও সংগ্রামে ভরা।

২০২১ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়ে সুরভি ফিরে যান বাবার বাড়িতে। সে কঠিন সময়ে বিজিএস তাকে আর্থিক সহায়তা দেয় এবং ক্রেডিট অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে তার পথচলা শুরু হয়। দক্ষতা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তিনি পদোন্নতি পেয়ে শাখা ব্যবস্থাপক হন। এরপর তার নেতৃত্বে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হয়। ব্যক্তিজীবনে শোক ও নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সুরভি আজ দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের কমিউনিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, যা অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণাদায়ক।

ডিজিটাল রূপান্তর

সদস্যদের সক্ষমতার বিকাশ

পিকেএসএফ ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রযাত্রাকে নতুন রূপ দিচ্ছে। সহযোগী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রায় শতভাগ ডিজিটাল রিপোর্টিং নিশ্চিত করা এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমকে কাগজবিহীন (Paperless) ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে পিকেএসএফ ইতোমধ্যে একটি শক্ত ভিত গড়ে তুলেছে।

পিকেএসএফ বর্তমানে এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর ঋণসেবা, নির্বিঘ্ন ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং সম্পূর্ণ নগদ লেনদেনবিহীন আর্থিক কার্যক্রম বাস্তব রূপ পাবে। এ রূপান্তরের লক্ষ্য একটাই – সদস্যদের জন্য আরও সহজ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও মর্যাদাপূর্ণ সেবা নিশ্চিত করা।

ডিজিটাল পরিমণ্ডল : সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত

বিশ্বজুড়ে মোবাইল মানি ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার মানুষের আর্থিক সেবা গ্রহণের পদ্ধতি বদলে এখন অনেকেই তাদের মোবাইল ফোন থেকেই মুহূর্তের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর, বিল পরিশোধ এবং নানা ধরনের আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

বাংলাদেশেও ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। তবে এখনও একটি ডিজিটাল বিভাজন রয়ে গেছে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই এই নতুন অর্থনীতির পূর্ণ সুবিধা নিতে পারছেন না। এ জায়গাতেই পিকেএসএফ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তৃণমূলে বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে আধুনিক আর্থিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে একটি সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে পিকেএসএফ, যাতে কেউই পিছিয়ে না থাকে।

মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা।

আমাদের ডিজিটাল লক্ষ্য

রূপকল্প ২০৩০ :
একটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন, নগদ লেনদেনবিহীন এবং তথ্যবুদ্ধিক (Data-intelligent) প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-কে গড়ে তোলা।

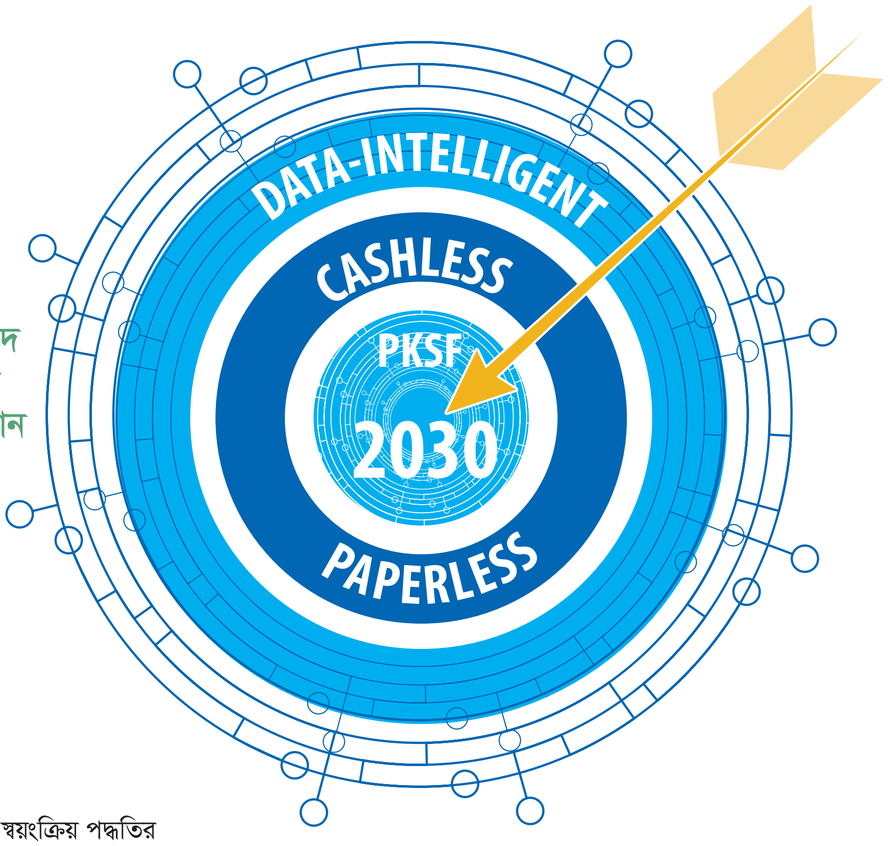

আমাদের ডিজিটাল অভিযাত্রা : ধারাবাহিক উদ্ভাবনের গল্প

১৯৯০-২০০৫
প্রারম্ভিক পদক্ষেপ
মূল কার্যক্রমে ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির সংযোজন শুরু হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

২০১৬
ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন সিস্টেম (IIS)
তথ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে চালু করা হয় একটি সমন্বিত ডেটা প্ল্যাটফর্ম।

২০২২
'আমাদের পিকেএসএফ' পোর্টাল
দৈনন্দিন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে কাগজবিহীন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

২০২৩-২৪
পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সম্পৃক্তি
সকল সহযোগী সংস্থা API-এর মাধ্যমে ডিজিটালভাবে প্রতিবেদন জমা দিতে শুরু করে; ফলে তাৎক্ষণিক তদারকি আরও দ্রুত ও কার্যকর হয়।

২০২৫ ও পরবর্তী সময় বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর যুগ

আগামী দিনের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় গুরুত্ব পাবে :

- সাইকোমেট্রিক প্রোফাইলিং
- প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিকস্
- জিআইএস-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মানুষের জীবনে দৃশ্যমান পরিবর্তন

পিকেএসএফ-এর সকল ডিজিটাল উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছেন এর কার্যক্রমের সদস্যরা। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ও রিয়েল-টাইম তথ্য ব্যবহারের ফলে তাদের দৈনন্দিন আর্থিক কার্যক্রম অনেক সহজ হয়েছে।

- **দ্রুত সেবা :** ম্যানুয়াল কাজ কমে যাওয়ায় ঋণ বিতরণ দ্রুত হচ্ছে এবং অপেক্ষার সময় কমছে।
- **বেশি স্বচ্ছতা :** সব লেনদেন ডিজিটালি সংরক্ষিত হওয়ায় সদস্যরা নির্ভুল ও স্বচ্ছ হিসাবের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন।
- **সহজে সেবা প্রাপ্তি :** দূর থেকেও সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, ফলে সময় ও যাতায়াত খরচ কমছে।

আগের চেয়ে প্রায় **৮৫ শতাংশ কম** সময়ে কর্মসম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে কর্মীরা সদস্যসেবায় আরও বেশি সময় দিতে পারছেন।

১০০ শতাংশ ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ; সব সহযোগী সংস্থা থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা সময়োপযোগী ও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করছে।

সম্ভাবনার আগামী : সদস্যকেন্দ্রিক নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রা

ভবিষ্যতের জন্য আমরা এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার নির্মাণ করছি, যেখানে প্রযুক্তির সহায়তায় প্রতিটি সদস্যের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

একটি পরস্পর-সংযুক্ত ইকোসিস্টেম

২০০-এর বেশি সহযোগী সংস্থা এখন একটি নিরাপদ ও সমন্বিত ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। এ নেটওয়ার্ক জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এর মাধ্যমে সবচেয়ে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকেও মূলধারার অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

আরও স্মার্ট, তাৎক্ষণিক ঋণসেবা

পিকেএসএফ আগামীতে এমন এক প্রযুক্তিনির্ভর ঋণসেবা চালু করতে যাচ্ছে যেখানে সাইকোমেট্রিক প্রোফাইলিং ও প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিকস্‌ের মতো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। এর মাধ্যমে উপযুক্ত সদস্যরা তাদের মোবাইল ফোনেই আগাম অনুমোদিত ঋণের সীমা দেখতে পারবেন। সেই সীমার মধ্যে তারা যেকোনো সময় তাদের ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে মুহূর্তের মধ্যে ঋণ নিতে পারবেন। যে প্রক্রিয়াটি আগে কয়েক দিন লাগত, তা নেমে আসবে মাত্র কয়েক মিনিটে।

আপনার ডিজিটাল আর্থিক কেন্দ্র

ডিজিটাল ব্যাংক এবং এমএফএস-কে যুক্ত করে পিকেএসএফ এমন এক সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ নগদ লেনদেনবিহীন আর্থিক পরিবেশ তৈরি হবে। এর ফলে সদস্যরা পাবেন -

- সহজে ডিজিটাল উপায়ে সঞ্চয় পদ্ধতি, যা তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
- ঝামেলাহীনভাবে ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে এক ট্যাপেই ঋণ পরিশোধ সুবিধা।
- সব ধরনের আর্থিক প্রয়োজনের জন্য একক প্ল্যাটফর্ম।

আস্থার নাম পিকেএসএফ

সমন্বিত ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (DSS) এবং শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন ও প্রতিটি তথ্য সুরক্ষিত রাখা হবে। এ আস্থার ভিত্তিতেই সদস্যরা নিরাপদে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ব্যবহার করতে পারবেন।

আইওটি-নিয়ন্ত্রিত এরেটর ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখা হচ্ছে।

কৌশলগত সহযোগিতা

বৃহত্তর প্রভাবের জন্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা

পিকেএসএফ-এর দীর্ঘদিনের সহযোগী হিসেবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ২০০-এর বেশি এনজিও-এমএফআই, যারা সহযোগী সংস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব সংস্থাই মূলত মাঠপর্যায়ে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রধান মাধ্যম। এর পাশাপাশি উদ্ভাবন, কারিগরি দক্ষতা এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগের শক্তিকে আরও ফলপ্রসূ করতে পিকেএসএফ বিভিন্ন ধরনের অংশীদারত্ব গড়ে তুলেছে নানা স্তরের অংশীজনদের সঙ্গে। এ অংশীদারত্ব কেবল প্রচলিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উদীয়মান উন্নয়ন-চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করছে।

জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অস্ট্রেলিয়ার আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক। এ সহযোগিতার আওতায় ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর ১৮ জন কর্মকর্তা জলবায়ু-সহনশীল আবাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থাগুলোর সঙ্গেও অংশীদারত্বের মাধ্যমে লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য, অরবিস ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে প্রায় এক লাখ মানুষের জন্য বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের সুযোগ করে দিচ্ছে। এর ফলে স্বল্পআয়ের মানুষের চোখের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

এর বাইরেও পিকেএসএফ ফিনটেক কোম্পানি, বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থার সঙ্গেও নিয়মিতভাবে কাজ করছে। এসব সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ, ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই উদ্যোগ উন্নয়নের পথ আরও সুগম হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, বহুমাত্রিক অংশীদারত্ব পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার নেটওয়ার্ককে সমৃদ্ধ করেছে এবং সারা দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্প্রসারণযোগ্য ও টেকসই উন্নয়ন সমাধান বাস্তবায়নের সক্ষমতাকে আরও জোরদার করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নয়ন সহযোগী

জ্ঞান ও কারিগরি সহযোগী

... এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

জ্ঞান, যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি

তথ্য-প্রমাণ ও সক্রিয় সম্পৃক্ততায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা

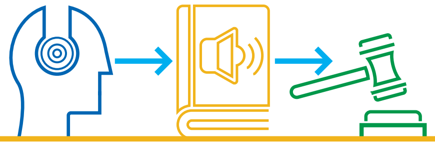

২০২৫ সালে পিকেএসএফ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং অ্যাডভোকেসি-কে একটি সমন্বিত কৌশল হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শিখন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা, প্রাতিষ্ঠানিক দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করা এবং নীতি প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা জোরদার করা।

কার্যকর যোগাযোগ ও সুসংগঠিত জ্ঞান বিনিময় উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে – এ উপলব্ধি থেকেই পিকেএসএফ তথ্য প্রচারের সনাতনী পদ্ধতিগুলো পেরিয়ে গতিশীল ও জ্ঞাননির্ভর এক সাংগঠনিক সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে শিখন, যোগাযোগ এবং প্রমাণভিত্তিক অ্যাডভোকেসি পরস্পরযুক্ত।

বছরের পর বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত বহুমুখী কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিকেএসএফ বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এ মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে প্রতিষ্ঠানটি সেগুলো সংগ্রহ, সংগঠিত ও বিনিময়ের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলছে।

এ লক্ষ্যে একটি গতিশীল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ধারণা তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে এসব জ্ঞান সংরক্ষিত থাকবে। এর মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, সহযোগী সংস্থা, গবেষক ও নীতিনির্ধারকবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক উপাত্ত সহজে ব্যবহার করতে পারবেন।

একই সঙ্গে পিকেএসএফ এর যোগাযোগ ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করেছে, যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিসরে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও দৃশ্যমানতা বাড়ে। উদ্ভাবনী যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কর্মসূচি, সাফল্য এবং উন্নয়ন প্রভাব সম্পর্কে সময়োপযোগী, নির্ভুল ও কৌশলগতভাবে তথ্য প্রচার করছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ডিজিটাল ও মুদ্রিত প্রকাশনা প্রস্তুত ও প্রচার, অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরি, ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিচালনা এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে সক্রিয় সম্পৃক্ততা বজায় রাখা হচ্ছে।

২০২৫ সালে পিকেএসএফ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পিকেএসএফ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ এবং ত্রৈমাসিক নিউজলেটার পিকেএসএফ পরিক্রমা প্রকাশ করে। এসব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা এবং বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মধ্যে জ্ঞান ভাগাভাগি করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকাশনা ও অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে পিকেএসএফ ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার।

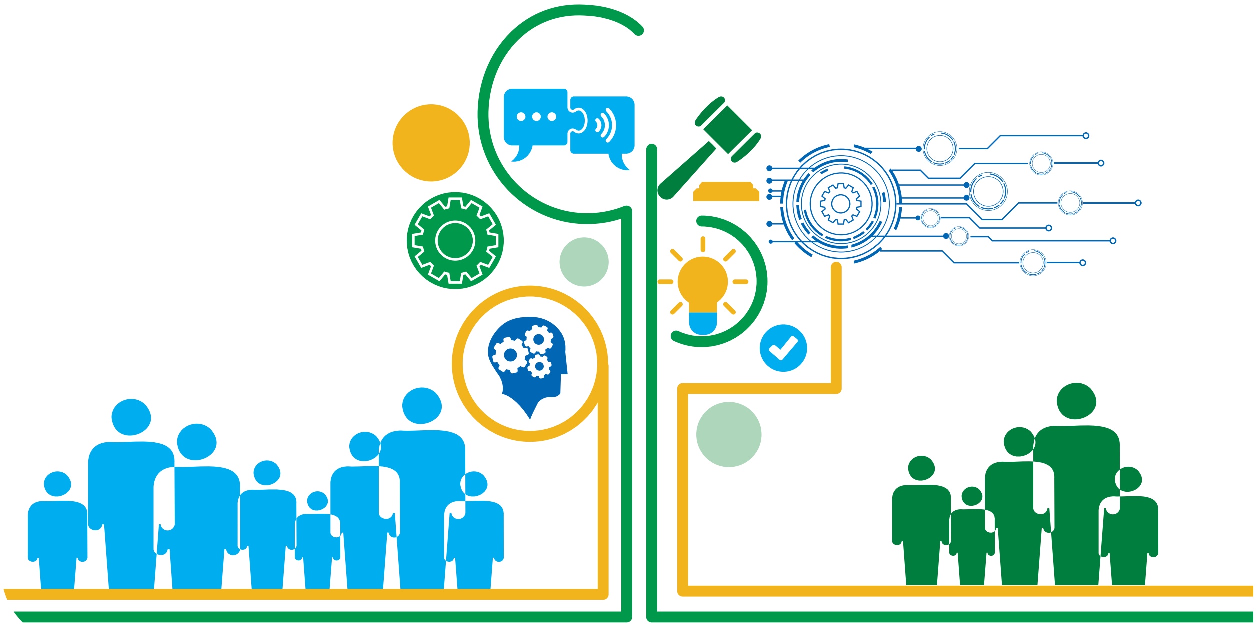

জনসম্পৃক্তি আরও বিস্তৃত করতে পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইট (pksf.org.bd) প্রকল্প, আয়োজন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণাসংক্রান্ত তথ্যের একটি হালনাগাদ ও ব্যবহারবান্ধব ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

একইভাবে, পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ (facebook.com/PKSF.org.bd) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে নিয়মিতভাবে ছবি, মাঠপর্যায়ের গল্প, লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট শেয়ার করা হয়। পিকেএসএফ-এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে ক্রমবর্ধমান জনসম্পৃক্তি এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের প্রতি সাধারণ মানুষের ও উন্নয়ন অংশীদারদের আগ্রহ ও আস্থার প্রতিফলন। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং অ্যাডভোকেসিকে তার প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে আরও সমন্বিতভাবে এগিয়ে নিতে চায়।

মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ধারণ করা, ফলাফল কার্যকরভাবে তুলে ধরা এবং প্রমাণভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে পিকেএসএফ শুধু নিজস্ব কর্মসূচিকেই আরও শক্তিশালী করতে চায় না, বরং বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ঘাতসহিষ্ণু, জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অর্থবহ অবদান রাখতে চায়।

পিকেএসএফ ও দ্যা ডেইলি স্টার-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত ‘পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the General Body of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at 30 June 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) as at 30 June 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of the audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the entity to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act, 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) so far as it appeared from our examination of those books;

c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns; and

d) The expenditure incurred was for the purposes of the Company's business.

Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512030687AS417790

Place: Dhaka
Date: 3 December 2025

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Financial Position

As on 30 June 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2025	30 June 2024
PROPERTIES AND ASSETS			
Non-Current Assets			
Property, plant and equipment	4.00	863,356,313	933,263,914
Investment against provision for earned leave	5.00	140,190,680	-
Investment against PKSF fund-SF, PSF and DMF	6.00	1,728,834,290	-
Staff house building, computer, car & motor cycle loan	7.00	696,444,457	677,648,696
Loan to POs under core program	8.00	47,736,814,621	38,329,560,010
Loan to POs under project	10.00	18,144,572,379	16,930,332,124
Total Non-Current Assets		**69,310,212,740**	**56,870,804,744**
Current Assets			
Investment against provision for earned leave	5.00	201,732,214	311,268,891
Investment against PKSF fund-SF, PSF and DMF	6.00	3,730,755,477	6,471,500,000
Loan to POs under core program	8.00	55,045,036,973	48,801,162,131
Loan to POs under capacity building	9.00	453,247	453,247
Loan to POs under project	10.00	20,124,057,032	14,145,142,149
Service charges receivable	11.00	2,068,305,947	1,552,215,180
Interest and other receivables	12.00	424,179,200	357,531,701
Grant receivables	23.00	1,141,625,769	22,278,606
Advances, Deposits and Prepayments	13.00	6,260,605,808	4,733,263,626
Cash and cash equivalents	14.00	19,056,297,048	18,415,597,843
Total Current Assets		**108,053,048,715**	**94,810,413,374**
Total Properties and Assets		**177,363,261,455**	**151,681,218,118**

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2025	30 June 2024
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital fund			
Grants	15.00	23,827,502,751	23,827,502,751
Disaster management fund		6,202,393,456	5,882,477,976
Capacity building revolving loan fund (RLF)		100,000,000	100,000,000
Special fund		178,592,694	155,504,835
Programs-support fund		3,509,172,549	3,273,534,045
Retained surplus		50,227,793,289	42,472,573,204
Total Capital fund		**84,045,454,739**	**75,711,592,811**
Non-current Liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	25,188,130,914	19,641,976,619
Loan for projects	17.00	49,709,090,461	38,930,149,534
Provision for interest on microfinance loan	18.00	446,603,136	533,792,136
Provision for interest on loan for projects	19.00	1,550,707,674	906,262,930
Provision for earned leave	20.00	320,043,628	307,324,545
Deferred income (Grant for assets)	21.00	194,039,078	237,467,975
Total Non-Current Liabilities		**77,408,614,891**	**60,556,973,739**
Current Liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	788,268,105	459,690,505
Provision for interest on microfinance loan	18.00	256,027,178	41,247,652
Advance received from development partners	22.00	6,268,583,462	7,134,671,710
Other liabilities	24.00	4,835,511,481	3,698,762,826
Loan loss provision-core program	25.00	2,994,975,764	3,456,316,142
Loan loss provision-capacity building	26.00	453,247	453,247
Loan loss provision-project	27.00	765,372,588	621,509,486
Total Current Liabilities		**15,909,191,825**	**15,412,651,568**
Total Capital Fund and Liabilities		**177,363,261,455**	**151,681,218,118**

The annexed notes from 1 to 61 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Bibhuti Bushan Biswas, FCA
Senior General Manager

Md. Fazlul Kader
Managing Director

Zakir Ahmed Khan
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512030687AS417790

Place: Dhaka
Date: 03 December 2025

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income

For the year ended on 30 June 2025

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30 June 2025	30 June 2024
INCOME			
Operating Income			
Service charges	28.00	8,305,178,779	6,755,658,293
Grant income	29.00	6,320,909,784	4,671,817,020
Total		**14,626,088,563**	**11,427,475,313**
Non Operating Income			
Interest on bank balance and short term deposit	30.00	2,213,842,870	1,432,873,480
Other income	31.00	527,525,941	96,652,384
Total		**2,741,368,811**	**1,529,525,864**
Total Income		**17,367,457,374**	**12,957,001,177**
EXPENDITURE			
General and Administrative Expenses			
Manpower compensation (salaries, allowances & other facilities)	32.00	1,013,319,251	1,001,222,412
Retirement benefit	33.00	125,263,876	167,502,479
Training, workshop and seminar	34.00	1,301,300,125	370,420,514
Institutional development and capacity building	35.00	-	34,521,245
Program and project cost	36.00	5,062,002,975	4,742,538,983
Socio-economic & human capability improvement program	37.00	-	23,961,434
Monitoring and evaluation	38.00	34,414,100	51,659,937
Occupancy expenses	39.00	30,579,832	26,351,023
Research and publication	40.00	18,865,343	24,506,324
Depreciation	41.00	83,380,290	63,425,176
Administrative expenses	42.00	206,811,243	137,466,320
Total		**7,875,937,035**	**6,643,575,847**
Financial Cost of Operation			
Borrowing cost	43.00	1,143,363,154	797,558,213
Bank charges and commission	44.00	14,331,257	8,494,483
Total		**1,157,694,411**	**806,052,696**
Total Expenditure		**9,033,631,446**	**7,449,628,543**
Excesses of Income over Expenditures		**8,333,825,928**	**5,507,372,634**

The annexed notes from 1 to 61 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Bibhuti Bushan Biswas, FCA
Senior General Manager

Md. Fazlul Kader
Managing Director

Zakir Ahmed Khan
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512030687AS417790

Place: Dhaka
Date: 03 December 2025

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Cash Flows

For the year ended on 30 June 2025

	Particulars	Notes	Amount in Taka	
			30 June 2025	30 June 2024
A.	**Cash flows from Operating Activities:**			
	Cash Inflows:			
1	Cash receipt from Service Charge	45.00	7,789,088,012	6,585,859,739
2	Cash receipt from Revenue Grant	60.00	4,292,045,476	8,680,254,941
3	Cash receipt for PO Loan Realisation	46.00	70,733,115,411	61,380,734,415
4	Cash receipt for Staff Loan Realisation	47.00	92,940,983	72,860,708
5	Cash receipt for Other Income	48.00	210,048,665	47,483,875
	Total Cash Inflows		**83,117,238,547**	**76,767,193,677**
	Cash Out Flows:			
6	Cash Paymenent for Operating and Administrative Expenses	49.00	8,171,402,511	7,652,343,485
7	Cash payment for Loan to POs	50.00	93,577,400,000	75,531,201,400
8	Cash payment for Loan to Staff	51.00	111,736,744	158,179,000
9	Cash payment for Financial Expenses	52.00	385,659,141	69,693,579
	Total Cash Outflows		**102,246,198,396**	**83,411,417,464**
	Net Cash inflow/(outflow) from Operating Activities		**(19,128,959,849)**	**(6,644,223,786)**
B.	**Cash flows from Investing Activities:**			
	Cash Inflows:			
10	Cash receipt for Interest on Investment	53.00	2,149,072,256	1,251,550,893
11	Cash receipt for sale of Property, Plant & Equipment	54.00	1,525,101	1,909,001
12	Cash receipt from Financial Assets	56.00	1,011,910,233	-
	Total Cash Inflows		**3,162,507,590**	**1,253,459,894**
	Cash Out Flows:			
13	Cash payment to Acquire Property, Plant & Equipment	55.00	15,867,354	268,577,033
14	Cash payment to acquire Financial Assets	57.00	30,654,003	2,028,542,997
	Total Cash Outflows		**46,521,357**	**2,297,120,030**
	Net cash inflow/(outflow) from Investing Activities		**3,115,986,233**	**(1,043,660,136)**
C.	**Cash flows from Financing Activities:**			
	Cash Inflows:			
15	Cash receipt for borrowing from GoB	58.00	17,441,940,927	13,082,312,116
16	Receipt of Capital Grants	59.00	-	150,856,480
	Total Cash Inflows		**17,441,940,927**	**13,233,168,596**
	Cash Out Flows:			
17	Repayment of borrowing from GoB	61.00	788,268,105	459,690,504
	Total Cash Outflows		**788,268,105**	**459,690,504**
	Net cash inflow/(outflow) from financing activities		**16,653,672,822**	**12,773,478,092**
	Net increase/(decrease) in Cash & Cash equivalent (A+B+C)		**640,699,205**	**5,085,594,170**
	Add: Opening Cash & Cash equivalent		18,415,597,843	13,330,003,673
	Closing Cash & Cash equivalent		**19,056,297,048**	**18,415,597,843**

The annexed notes from 1 to 61 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Bibhuti Bushan Biswas, FCA
Senior General Manager

Md. Fazlul Kader
Managing Director

Zakir Ahmed Khan
Chairman

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended on 30 June 2025

Particulars	GRANTS					
	Establishment Grants		UPP	RNPPO	REDP	MEL
	GOB (Own sources)	GOB (USAID PL-480)	GOB (Own sources)	GOB (IDA)	GOB (DFID)	GOB (Own sources)
Balance as at 01 July 2024	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000
Fund received during the year 2024-2025	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2024-2025	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2025	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**
Balance as at 01 July 2023	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000
Fund received during the year 2023-2024	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2023-2024						
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2024	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended on 30 June 2025

	GRANTS						Total
	KGF	ENRICH	SEP	LRL	LRL(2nd Phase)	LICHSP	
	GOB (KFAED)	GOB	IDA	GOB	GOB	IDA	
Balance as at 01 July 2024	819,900,000	1,647,440,171	950,822,480	5,000,000,000	5,000,000,000	54,000,000	23,827,502,751
Fund received during the year 2024-2025	-	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2024-2025	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2025	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**950,822,480**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**54,000,000**	**23,827,502,751**
Balance as at 01 July 2023	819,900,000	1,647,440,171	799,966,000	5,000,000,000	5,000,000,000	54,000,000	23,676,646,271
Fund received during the year 2023-2024	-	-	150,856,480	-	-	-	150,856,480
Surplus for the year 2023-2024							-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2024	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**950,822,480**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**	**54,000,000**	**23,827,502,751**

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Changes in Equity

For the year ended on 30 June 2025

Particulars	Disaster Management Fund	Capacity Building Revolving Loan	Programs Support Fund	Special Fund	Retained Surplus	Grand Total
Balance as at 01 July 2024	5,882,477,976	100,000,000	3,273,534,045	155,504,835	42,472,573,204	75,711,592,811
Fund received during the year 2024-2025	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2024-2025	236,577,221	-	235,602,504	14,754,033	7,846,892,170	8,333,825,928
Transfer to disaster management fund	83,338,259	-	-	-	(83,338,259)	-
Transfer to special fund	-	-	-	8,333,826	(8,333,826)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	36,000	-	-	36,000
Balance as at 30 June 2025	**6,202,393,456**	**100,000,000**	**3,509,172,549**	**178,592,694**	**50,227,793,289**	**84,045,454,739**
Balance as at 01 July 2023	5,572,771,650	100,000,000	3,035,153,153	138,156,802	37,550,483,964	70,224,068,320
Fund received during the year 2023-2024	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2023-2024	254,632,600	-	238,380,892	11,840,660	5,002,518,482	5,507,372,634
Transfer to disaster management fund	55,073,726	-	-	-	(55,073,726)	-
Transfer to special fund	-	-	-	5,507,373	(5,507,373)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	(19,848,143)	(19,848,143)
Balance as at 30 June 2024	**5,882,477,976**	**100,000,000**	**3,273,534,045**	**155,504,835**	**42,472,573,204**	**75,711,592,811**

(The annexed notes from 1 to 61 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements)

Bibhuti Bushan Biswas, FCA
Senior General Manager

Md. Fazlul Kader
Managing Director

Zakir Ahmed Khan
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Tariquzzaman Khan, FCA
Partner
ICAB Enrolment No. 0687
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. CAF-001-133
DVC: 2512030687AS417790

Place: Dhaka
Date: 03 December 2025

Financial Highlights

The figures shown below are taken from the audited financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2025 and all balances have been stated in terms of the value of the Bangladeshi Taka as at 30 June 2025.

Particulars	Amount in Taka	
	2025	2024
Results for the year		
Total income	17,367,457,374	12,957,001,177
Total expenditure	9,033,631,446	7,449,628,543
Excess of income over expenditure (Surplus)	**8,333,825,928**	**5,507,372,634**
At the end of the year		
Total loan to Partner Organizations (POs)	**141,050,934,251**	**118,206,649,661**
Loan to POs (OOSA)	728,409,656	743,953,746
Loan to POs (BIPOOL)	-	639,666,647
Loan to PO under Category -Large	123,221,276,192	99,164,958,663
Loan to PO under Category-Medium	9,484,302,658	8,523,908,691
Loan to PO under Category-Small	7,616,945,744	9,134,161,914
Project wise details breakdown are as follows:		
Loan to POs under rural microcredit borrowers (RMC)	308,947,109	963,239,513
Loan to POs under urban microcredit borrowers (UMC)	27,300,000	27,300,000
Loan to POs under Jagoron	39,695,170,000	31,007,873,750
Loan to Ultra Poor Programm UPP (GoB)	143,503,302	144,836,638
Loan to POs under Buniad	6,331,566,322	5,361,516,287
Loan for RMTP Special ME	587,200,000	949,100,000
Loan to POs under ME-GoB	117,916,500	119,666,500
Loan to POs under Agrosor	35,730,394,722	27,614,624,722
Loan to POs under Capacity Building	453,247	453,247
Loan to POs under Seasonal	12,000,000	12,000,000
Loan to POs under Agricultural	6,000,000	6,000,000
Loan to POs under Sufolon	8,354,000,000	6,129,500,000
Loan to POs under Jagoron-GoB	500,000,000	-
Loan to POs under MFMSFP	90,600,000	90,600,000
Loan to POs under DMF	1,301,646,332	46,986,332
Loan to POs under PLDP-II	87,466,666	87,466,666
Loan to POs & Non-POs under LIFT	147,319,580	290,551,038
Loan to POs under Innovative Agricultural Initiatives	59,896,668	113,795,008
Loan to POs under ENRICH	2,709,515,973	5,223,386,350
Loan to POs under KGF	1,145,000,000	820,000,000
Loan to POs under Sanitation Development	1,450,000	15,750,000
Loan to POs under Abason	3,792,454,634	3,209,090,977
Loan to POs under Agricultural Mechanization	20,000,000	40,000,000
Loan to POs under SEP	418,862,718	1,471,415,979
Loan to POs under LICHSP	363,213,627	633,849,976
Loan to POs under Elderly People Income Generation	-	2,400,000
Loan to POs under MDP	787,250,000	3,108,050,000
Loan to POs under ECCCP-FLOOD	28,791,066	139,888,362
Loan to POs under ECCCP- Drought	116,000,002	-
Loan to POs under RHL	231,000,000	-
Loan to POs under LRL	-	8,500,000

Particulars	Amount in Taka	
	2025	2024
Loan to POs under LRL (2nd Phase)	-	1,500,000,000
Loan to POs under RAISE	11,258,780,000	10,840,050,000
Loan to POs under BD Rural WASH	8,986,645,784	7,242,608,318
Loan to POs under SL-ME	17,900,000	57,900,000
Loan to POs under PACE: Start Up Capital	12,700,000	40,700,000
Loan to POs under SMART	6,558,740,000	-
Loan to POs under MFCE	11,101,250,000	10,887,550,000
	141,050,934,251	**118,206,649,661**
Capital fund	84,045,454,739	75,711,592,811
Total properties and assets	177,363,261,455	151,681,218,118
Returns		
Surplus as % of average capital fund	10.43%	7.56%
Surplus as % of average portfolio	6.43%	4.96%
Surplus as % of average total assets	5.07%	3.94%
Ratios		
Cumulative loan collection ratio on total dues	99.86%	99.70%
Loan collection ratio on current dues	98.78%	98.61%
Current ratio	6.79:1	6.15:1
Debt/equity ratio	0.90:1	0.77:1
Debt service cover ratio	8.29 times	7.91 times
General and administrative expenses as % of average portfolio	6.08%	5.98%
Total loan principal affected by arrears as % of outstanding portfolio	0.68%	1.38%
Adequacy of MIS and internal audit/control systems	Adequate	Adequate
Accuracy of quarterly reports on the funding of POs	Appears to be correctly drawn up	Appears to be correctly drawn up

চলমান প্রকল্প

১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং উন্নত স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ	
অর্থায়নকারী	বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এবং বাংলাদেশ সরকার	
বাজেট	৩২৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
মেয়াদ	২০২১ - ২০২৬	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	বাংলাদেশের ৮ বিভাগের নির্বাচিত ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলা	
সদস্য	◗ ১.২ লক্ষ (পরিবারভিত্তিক পানি ঋণ) ◗ ১০ লক্ষ (পরিবারভিত্তক স্যানিটেশন ঋণ)	

২. Extended Community Climate Change Project–Drought (ECCCP-Drought)

উদ্দেশ্য	টেকসই পানি সরবরাহ, খরা-সহনশীল ফসল সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	
অর্থায়নকারী	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) ও পিকেএসএফ	
বাজেট	৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিসিএফ: ২৫ মিলিয়ন ডলার, পিকেএসএফ: ৫ মিলিয়ন ডলার)	
মেয়াদ	২০২৩ - ২০২৭	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৬টি উপজেলা	
সদস্য	২.১৫ লক্ষ	

৩. Microenterprise Financing and Credit Enhancement (MFCE)

উদ্দেশ্য	ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি	
অর্থায়নকারী	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)	
বাজেট	২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ, ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানভিত্তিক কারিগরি সহায়তা	
মেয়াদ	২০২৩ - ২০২৮	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ	
সদস্য	১,৭২,১৩৫ জন	

৪. পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল - ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশের লক্ষিত কর্মএলাকায় দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই জীবিকায়নে অবদান রাখা	
অর্থায়নকারী	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)	
বাজেট	২২.৮১ মিলিয়ন ইউরো	
মেয়াদ	২০২৩ - ২০২৬	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	১২ জেলা	
সদস্য	২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবার	

৫. Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)

উদ্দেশ্য	শহর ও শহরতলি এলাকায় কোভিডে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণসহ স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা	
অর্থায়নকারী	পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক	
বাজেট	২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিশ্বব্যাংক: ১৫০ মিলিয়ন ডলার; পিকেএসএফ: ১০০ মিলিয়ন ডলার)	
মেয়াদ	২০২২ - ২০২৬	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	বাংলাদেশের শহর ও শহরতলি এলাকা	
সদস্য	২,৪১,৫০০ জন তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা	

৬. Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL)

উদ্দেশ্য	◗ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত সহনশীল বসতভিটা নির্মাণ ◗ উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ও টেকসই জীবিকায়ন সৃষ্টি ◗ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে উপকূলের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	
অর্থায়নকারী	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) এবং পিকেএসএফ	
বাজেট	৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিসিএফ: ৪৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান এবং পিকেএসএফ: ৭ মিলিয়ন ডলার সহ-অর্থায়ন)	
মেয়াদ	সেপ্টেম্বর ২০২৩ - আগস্ট ২০২৮	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	৭টি অতিঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জেলা	
সদস্য	৩,৬২,৪৭৫ জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি	

৭. Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)

উদ্দেশ্য	তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা, প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্য ও উক্ত পণ্যসমূহের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ রয়েছে এমন নির্বাচিত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ টেকসইভাবে সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন করা।	
অর্থায়নকারী	ইফাদ, ডানিডা, পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য	
বাজেট	২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ইফাদ: ৮১ মিলিয়ন ডলার, ডানিডা: ৮.৩০ মিলিয়ন ডলার এবং পিকেএসএফ ও অন্যান্য: ১১০.৭০ মিলিয়ন ডলার)	
মেয়াদ	২০২০ - ২০২৫	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ	
সদস্য	৬,২২,৬২১টি পরিবার	

৮. Access to Safe Drinking Water for the Climate-vulnerable People in Coastal Areas of Bangladesh through Solar-generated Reverse Osmosis Water Treatment Facilities

উদ্দেশ্য	বাংলাদেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলের নাজুক জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা	
অর্থায়নকারী	অ্যাডাপটেশন ফান্ড	
বাজেট	৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
মেয়াদ	সেপ্টেম্বর ২০২৫ - আগস্ট ২০২৮	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	৩টি জেলা	
সদস্য	১.৮ লক্ষ	

৯. Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)

উদ্দেশ্য	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে শিল্প চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি দক্ষ ও কর্মসংস্থানযোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলা, যেখানে যুব, নারী এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে	
অর্থায়নকারী	বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)	
বাজেট	৫.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
মেয়াদ	২০২৫ - ২০২৮	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ	
সদস্য	দেশব্যাপী ১২,০০০ যুব (৩০% নারী এবং অবশিষ্ট অংশ সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত)	

১০. Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART)

উদ্দেশ্য	ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ-সাশ্রয়ী ও ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ	
অর্থায়নকারী	বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ	
বাজেট	৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিশ্বব্যাংক: ২৫০ মিলিয়ন ডলার এবং পিকেএসএফ: ৫০ মিলিয়ন ডলার)	
মেয়াদ	২০২৩ - ২০২৮	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ	
সদস্য	৮০ হাজার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (লক্ষ্যমাত্রা)	

১১. The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)

উদ্দেশ্য	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলায় উপযোগী আর্থিক ও অ-আর্থিক ঝুঁকি প্রশমন সেবা নির্ধারণ এবং এসব সেবা প্রদানের কার্যকর প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা	
কারিগরি সহায়তা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)	
মেয়াদ	২০১৯ - ২০২৫	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৭টি জেলা	
সদস্য	৪৩,৪৮৩ জন	

১২. Increasing the Capacity of Bangladesh's NDA and Direct Access Accredited Entities to Access GCF Resources

উদ্দেশ্য	Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারের National Designated Authority (NDA)-সহ অন্যান্য অংশীদারদের সক্ষমতা বাড়ানো। এ সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে NDA এবং অন্যান্য অংশীদারদের Accreditation লাভের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা, জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, পর্যাপ্ত সংখ্যক উচ্চমানসম্পন্ন প্রকল্প ধারণাপত্র তৈরি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি জ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা।
অর্থায়নকারী	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)
বাজেট	৯,৭৯,৯৯০ মার্কিন ডলার
মেয়াদ	২০২৩ - ২০২৫
কর্মএলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ

১৩. Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh

উদ্দেশ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যার কারণে ঝুঁকিতে থাকা হাওর এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজিত অবকাঠামো নির্মাণ, জীবিকা উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।	
অর্থায়নকারী	IKI Small Grants Programme, জার্মান ফেডারেল সরকার	
বাজেট	৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
মেয়াদ	মার্চ ২০২৩ - মে ২০২৫	বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন
কর্মএলাকা	সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন	
সদস্য	৭,৫০০ জন	

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ

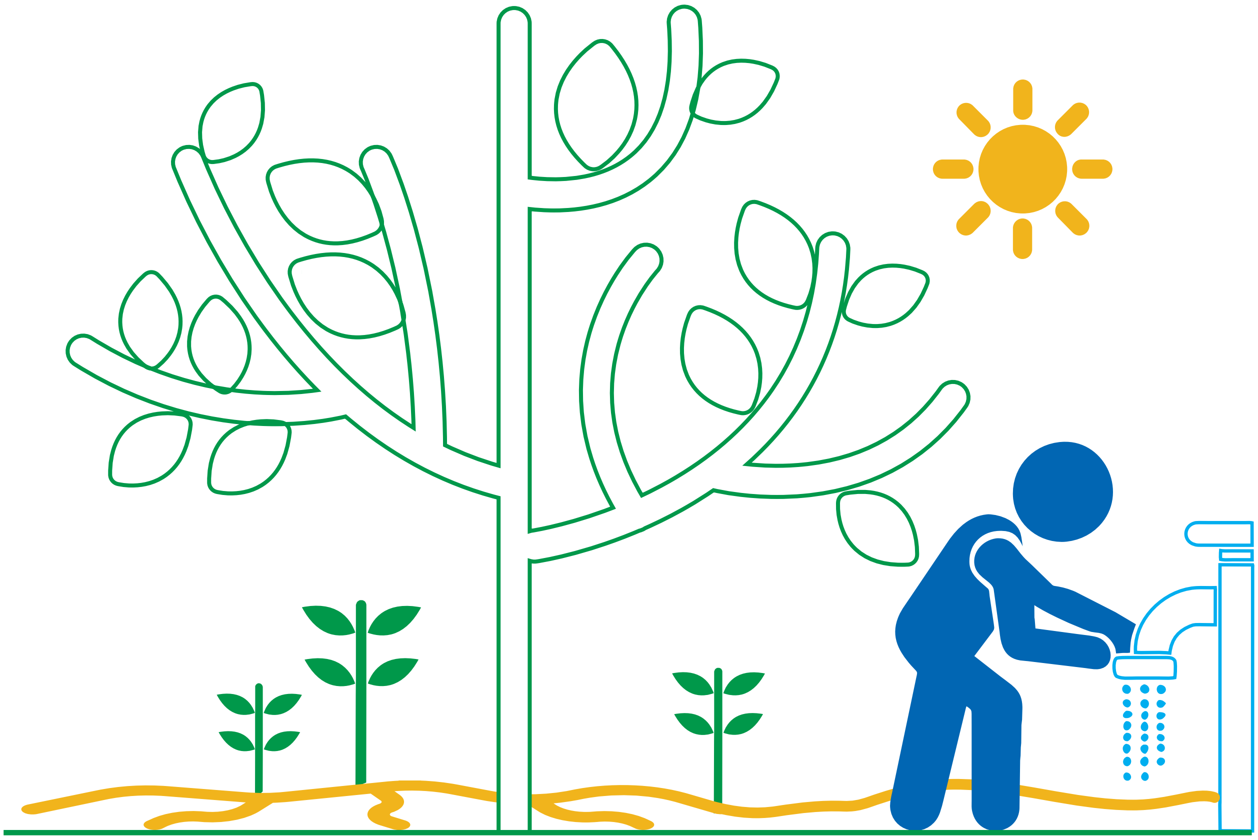

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
১৯৯১	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দরিদ্রদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৬	পোভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-১	বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ	বিশ্বব্যাংক
১৯৯৭	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (PLDP)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৮	ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট (যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ অথরিটি-JMBA)	ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৯	ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (IFADEP)	অতিদরিদ্রদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
১৯৯৯	সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (SBCP)	বন ব্যবহারকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৯	নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	নগরের দরিদ্রদের অর্থায়ন	পিকেএসএফ
২০০০	সোশিও-ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম (SRLP)	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন	এডিবি
২০০১	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	অগ্রগামী ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
২০০১	পোভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-২	দরিদ্রদের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০২	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা পুওরেস্ট (FSP)	অতিদরিদ্রদের অর্থায়ন	বিশ্বব্যাংক
২০০৩	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট (MFTS) প্রজেক্ট	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	ইফাদ

সময়ের পরিক্রমায় পিকেএসএফ

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০০৪	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (LRP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৪	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডিভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (PLDP-II)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
২০০৪	অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	অতিদরিদ্রদের কর্ম-সহায়ক ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৫	মাইক্রোফিন্যান্স ফর মার্জিনাল এন্ড স্মল ফারমার্স প্রজেক্ট (MFMSFP)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান	ইফাদ
২০০৫	মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)	মৌসুমি ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	বিশ্বব্যাংক
২০০৬	মৌসুমি ঋণ	জীবিকায়নের সুযোগসমূহ শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০০৬	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	দরিদ্রবান্ধব উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসমূহে অর্থায়ন	ডিএফআইডি
২০০৬	প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	মৌসুমি ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	ডিএফআইডি
২০০৭	ইমার্জেন্সি ২০০৭ ফ্লাড রিস্টোরেশন এন্ড রিকভারি এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (EFRRAP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্যা ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অফ দ্যা আল্ট্রাপুওর প্রজেক্ট (FSOEUP)	অতিদরিদ্রদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সহায়তা	পিকেএসএফ
২০০৭	মাইক্রোফিন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর এফএসভিজিডি এন্ড ইউপি বেনিফিশিয়ারিজ প্রজেক্ট	অতিদরিদ্রদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপীয় ইউনিয়ন

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার্স এন্ড পুওর ওনার্স (RNPPO) প্রজেক্ট	অযান্ত্রিক পরিবহন চালকদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এন্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজেস (RESCUE)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৭	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডিভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট (REDP)	বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা	ডিএফআইডি
২০০৭	স্পেশাল এ্যাসিসটেন্স ফর হাউজিং অফ সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (SAHOS)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৮	ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডিভেলাপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	ইফাদ
২০০৮	কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	ডিভেলাপিং ইনক্লুসিভ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	দরিদ্রদের বিমা সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১০	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবারভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১০	বিশেষ তহবিল	দরিদ্রদের জরুরি সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	হেল্থ ইন্স্যুরেন্স ফর দ্যা পুওর অফ বাংলাদেশ (HIPB)	বিমা প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান	Rockefeller Foundation

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১১	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	বিসিসিআরএফ
২০১১	কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর দ্যা প্রমোশন অফ ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ (KGFPFSIC)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত ঋণ সহায়তা প্রদান	কেএফএইডি
২০১১	কর্মসূচি সহায়ক তহবিল	দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১২	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০১৩	ইউপিপি-উজ্জীবিত	সম্বলহীন ও নারীপ্রধান খানাসমূহের অতিদারিদ্র্য থেকে টেকসই উত্তরণে সহায়তা প্রদান	ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১৩	কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম	দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত টেকসই প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	পিকেএসএফ
২০১৪	প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ	ইফাদ ও পিকেএসএফ
২০১৫	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১৬	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন	পিকেএসএফ
২০১৬	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের উপযুক্ত ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)-এর স্বীকৃতি	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ	ইউএনএফসিসিসি
২০১৮	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৯	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডিভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান	এডিবি

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১৯	পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, মূলস্রোত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা, অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান	ডিএফআইডি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০১৯	The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবন, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন	জাইকা
২০২০	রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	সম্ভাবনাময় উচ্চ মূল্যমানের কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা; পুষ্টি ও খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা প্রয়োগের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সার্টিফিকেশন ও শনাক্তকরণের পদক্ষেপ; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবা এবং তথ্য-প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির প্রচলন	ইফাদ
২০২০	Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (LRMP)	সম্প্রসারিত পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস	এসডিসি

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০২০	Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)	বন্যাপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও চর্চা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা বাড়ানো	জিসিএফ ও পিকেএসএফ
২০২১	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	এসডিজি'র ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য 'নিরাপদে পরিচালিত' পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণ	বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি ও পিকেএসএফ
২০২১	Livelihood Restoration Loan (LRL)	কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ সরকার
২০২১	Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)	কোভিড-১৯-এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং স্বল্পআয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (এপ্রেন্টিস) প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কর্মে সম্পৃক্তকরণ	বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ
২০২১	Strengthening the capacity of PKSF, Executing Entities (EEs), and Implementing Entities (IEs) for effective participation in GCF activities in Bangladesh (in short, GCF Readiness Support Project -1)	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর কার্যক্রমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জিসিএফ-এর অর্থায়নে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা	জিসিএফ

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০২৩	Increasing the Capacity of Bangladesh's NDA and Direct Access Accredited Entities to Access GCF Resources (in short, GCF Readiness Support Project-02)	দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান এবং জিসিএফ-এর অর্থায়নে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা	জিসিএফ
২০২৩	Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh (giz-Haor Project)	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুনামগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন এবং এর মাধ্যমে তাদের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তন করা ও সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	German Federal Ministry for the Environment (BMU), giz (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
২০২৩	Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) Project	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ এবং চর্চা নিশ্চিত করা। এছাড়া, তাদের উন্নত ও টেকসই জীবিকা অন্বেষণে সহযোগিতা প্রদান	জিসিএফ
২০২৩	Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought)	সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরার সাথে টেকসই অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	জিসিএফ

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্প	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০২৩	Microenterprise Financing and Credit Enhancement (MFCE) Project	ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি	এডিবি
২০২৩	সাসটেইনেবল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ এন্ড রেজিলিয়েন্ট ট্রান্সফরমেশন (এসএমএআরটি) প্রকল্প	ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ-সাশ্রয়ী ও ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ	বিশ্বব্যাংক
২০২৫	Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP)	তরুণ-তরুণীদের বিনামূল্যে আবাসিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
২০২৫	Access to Safe Drinking Water for the Climate Vulnerable People in Coastal Areas of Bangladesh through Solar-generated Reverse Osmosis Water Treatment Facilities	বাংলাদেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা	অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড

সহযোগী সংস্থা

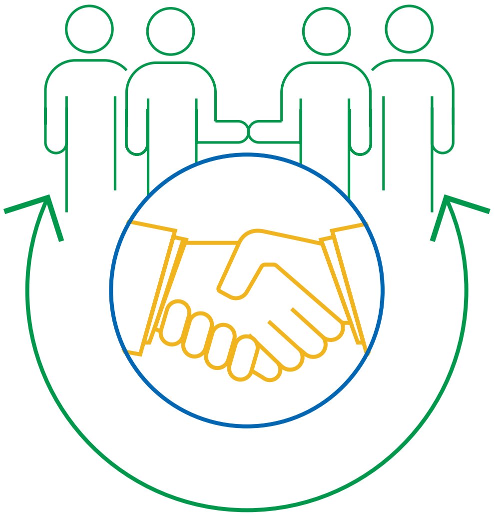

পিকেএসএফ ২০০টিরও বেশি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মাঠ পর্যায়ে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক এবং অ-আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাসমূহকে নানাবিধ আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা দেখতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন:
pksf.org.bd/partner-organizations/